# সমস্বর©

বিশেষ সংখ্যা (তামাক কর ও বাজেট ২০২০-২১ অর্থবছর) জুন, ২০২০

সকল প্রকার তামাক পণ্যে সুনির্দিষ্ট কর বাড়াও

তামাক পণ্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপে

**মানুষের অকালমৃত্যু রোধ ও ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব বাড়বে**

## অন্যান্য পাতায় আছে......


**প্রবন্ধ**

তামাক পণ্যের ওপর করারোপ কেমন হওয়া উচিত
-ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ ও মাহামুদ সেতু

তামাকের রাজস্ব মিথ ও কোম্পানীর কূটকৌশল -সুশান্ত সিনহা

তামাকের এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায় -এবিএম জুবায়ের

তামাক কোম্পানীর লাভের বাজেট: উপেক্ষিত জনস্বাস্থ্য
হামিদুল ইসলাম হিল্লোল

মুজিববর্ষে ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাঁচাতে সকল প্রকার তামাকের কর বৃদ্ধি জরুরি -এস এম নাজের হোসাইন

তামাকের উপর কর কমানোর সুপারিশ লাভবান করে তামাক কোম্পানীকে -সৈয়দা অনন্যা রহমান

কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণে তামাকে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ জরুরি -মো. আবু রায়হান

**কার্যক্রম**

তামাক পণ্যের কর বৃদ্ধিতে জনপ্রতিনিধি, স্বাস্থ্য-অথনীতিবিদ ও বিশিষ্ট মানুষদের একাত্নতা প্রকাশ

তামাক পণ্যে উচ্চহারে করারোপ ও সারচার্জ ৩% করার পক্ষে সংসদ সদস্যগণ

তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপে ধূমপান ছাড়বে ২০ লাখ ধূমপায়ী -ওয়েবিনারে বক্তারা

তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও সিগারেটের মূল্যস্তর দুটি করার দাবি

তামাকে সুর্নিদিষ্ট করকাঠামোর দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন

১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার
-বাজেট প্রতিক্রিয়ায় প্রজ্ঞা ও আত্মা

বাজেটে তামাক কর আশানুরুপ বাড়েনি
-বাজেট প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন



**সম্পাদনা পরিষদ**

সভাপতি
সাইফুদ্দিন আহমেদ

সদস্য
হেলাল আহমেদ
আমিনুল ইসলাম বকুল

আর্থিক সহযোগিতায়:

The Union
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor



মূদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লি:


# সম্পাদকীয়

## বাজেটে তামাকজাত পণ্যের করারোপ হতাশাজনক!

সমগ্র পৃথিবীতে করোনাভাইরাস এ আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে আর তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অর্থনৈতিক খাতের স্থবিরতা। বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক মহামারীর বাইরে নয়। ইতোমধ্যে লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যুর মিছিলে যুক্ত হয়েছে ১ হাজারের অধিক মানুষ। বন্ধ হয়েছে কলকারখানার চাকা, শ্লথ হয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার।

এমতাবস্থায়, ১১ জুন, ২০২০ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম. মোস্তফা কামাল ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করেন। উক্ত বাজেটে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও তামাকের ব্যবহার কমাতে তামাকের উপর কর ও মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু, এবারও বাজেটে তামাকের কর কাঠামো অপরিবর্তিত আছে যা অস্পষ্ট, জটিল ও স্তরভিত্তিক। গত বছরের তুলনায় নিম্নস্তর, উচ্চস্তর ও অতি উচ্চস্তরের সিগারেটের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২ টাকা, ৪ টাকা ও ৫ টাকা যা আমাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি(১১.৬%) ও মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। নিম্নস্তরে এই সামান্য দাম বৃদ্ধি এবং মধ্যম স্তরের দাম অপরির্তিত রাখায় তা ধূমপায়ীদের ধূমপানের অভ্যাস আরো বৃদ্ধি করবে এবং আয় বৃদ্ধির তুলনায় পণ্যটি সস্তা হয়ে যাওয়ায় কিশোর-তরুণরা ধুমপানে উৎসাহিত হবে।

সিগারেটে চারটি স্তরে করারোপ ধুমপায়ীদেরকে ধুমপানে নিরুৎসাহিত করতে যথেষ্ট নয় বরং এই স্তর ব্যবস্থা প্রচলিত থাকার কারণে মূল্যবৃদ্ধি পেলে ধুমপায়ীরা তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী ব্র্যান্ড পরিবর্তন করে থাকে। এই স্তর ব্যবস্থা ৪টি থেকে কমিয়ে ২টিতে আনা সম্ভব হলে ফলপ্রসূ হবে।

ধোঁয়াবিহীন তামাক বিশেষত: জর্দার মূল্য বৃদ্ধি সন্তোষজনক হলেও গুলের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি এবং পণ্য দুটির ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ না করায় এখানেও উৎপাদনকারী কোম্পানীর লাভ বাড়ছে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দায় ১ টাকা ৪০ পয়সা এবং গুলে ৭০ পয়সা। সার্বিক বিবেচনায় তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানো বা রাজস্ব বৃদ্ধি নয় বরং এই বাজেট প্রস্তাব করার মাধ্যমে উল্লিখিত জনস্বাস্থ্য রক্ষার বাজেট আদতে আরো একটি 'তামাক কোম্পানীর লাভের বাজেটে রুপান্তরিত হতে যাচ্ছে।

কম-বেশি প্রত্যেক অর্থবছরে কর বাড়ানো হয়। কিন্তু, সেটা দীর্ঘমেয়াদে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নয় বরং, লাভের গুড় পিঁপড়ায় খেয়ে যায়। এখনো পৃথিবীর অন্যতম সস্তামূল্যের তামাক পণ্যের বাজার বাংলাদেশ।

অর্থনীতিবিদদের মতে, বাংলাদেশে তামাক পণ্যের কর ও মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ্যাডভ্যালুরাম (Ad valorem) পদ্ধতি একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। এ পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায়ের ফলে অর্জিত করের একটি অংশ তামাক কোম্পানি পায়। এর ফলে একদিকে যেমন সরকার হারাচ্ছে বিশাল অংকের রাজস্ব যা খুবই সূক্ষভাবে হাতিয়ে নিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো যার পরিমান প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা। এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে এড ভ্যালোরেম কর পদ্ধতির সাথে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা জরুরী। পাশাপাশি সকল জর্দা, গুল ও বিড়ি কোম্পানিগুলোকে সরকারের নিবন্ধনের আওতায় আনা প্রয়োজন। বিড়ি, জর্দা, গুল, সাদাপাতাসহ অন্যান্য তামাক পণ্যের স্টান্ডার্ড প্যাকেজিং ব্যবস্থা প্রবর্তনও জরুরী।

মানুষের ক্রয় স্বামর্থ বৃদ্ধি ও মুল্যস্ফীতির তুলনায় তামাক পণ্যের দাম তুলনামূলক অনেক কম হওয়ায় তামাকের ব্যবহার বাড়বে যা দেশের জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতিকে নজিরবিহীন হুমকির মুখে ফেলবে। বিশেষ করে করোনা পরিস্থিতিতে তামাকের ব্যবহার বৃদ্ধি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। কারণ ধুমপায়ীর করোনা আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি বলছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

তাছাড়া তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসিতে স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। কাজেই তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। তামাক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায় এ পণ্যের মূল্য ও কর সঠিকভাবে বাড়ানো। সরকারের এদিকে নজর দেওয়া জরুরী। প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি আমলে নিতে হবে।

## তামাক পণ্যে উচ্চহারে করারোপ ও সারচার্জ ৩% করার পক্ষে সংসদ সদস্যগণ

করোনার অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি পোষাতে আসন্ন বাজেটে তামাকের কর বৃদ্ধি করে তামাক খাত থেকে অতিরিক্ত ১১ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় বলে মনে করেন সংসদ সদস্যরা। ৭জুন, ২০২০ তামাকমুক্ত বাংলাদেশ মঞ্চ আয়োজিত **'আসন্ন বাজেট: জনস্বাস্থ্য ও তামাক কর, রাজস্ব বৃদ্ধি ও আমাদের প্রত্যাশা'** শীর্ষক এক ওয়েবিনার সভায় তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। তামাকমুক্ত বাংলাদেশ মঞ্চের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি'র সমন্বয়ে ওয়েবিনারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আব্দুল মালিক উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে রাশেদ খান মেনন এমপি, আব্দুল মতিন খসরু এমপি, হাসানুল হক ইন এমপি, অধ্যাপক ডা. হাবিবে মিল্লাত এমপি, বেগম ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি, ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি, আশেক উল্লাহ রফিক এমপি, খাদিজাতুল আনোয়ার এমপি, অধ্যাপক মাসুদা এম. রশীদ চৌধুরী এমপি ও অপরাজিতা হক এমপি ওয়েবিনারে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন।

সংসদ সদস্যরা বলেন, আসন্ন ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের কর বৃদ্ধি এবং করোনা মোকাবেলায় অতিরিক্ত শতকরা ৩ ভাগ সারচার্জ আরোপ করা হলে সরকারের অতিরিক্ত ১১ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব হতে পারে। এই টাকা করোনা মহামারীর কারণে সৃষ্ট সঙ্কট মোকাবেলায় কাজে লাগানো যেতে পারে বলে মত ব্যক্ত করেন তারা। সেই লক্ষ্যে তারা অর্থমন্ত্রীকে তামাকের কর বৃদ্ধির অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেবেন। চলতি অর্থ বছরে এক লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতির আশঙ্কা করেন এমপিগণ এবং আগামী অর্থবছরে এই চাপ আরও বাড়বে। এক্ষেত্রে তামাক খাতে বাড়তি ১১ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আহরণ ঘাটতি মেটাতে সহায়ক হতে পারে বলে মনে করেন।

ওয়েবিনারের শুরুতে তামাকে কর বৃদ্ধির বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পাঠানো সুপারিশের আলোকে 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ মঞ্চ' এর পক্ষ থেকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয় এবং তামাক-কর ও মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, সিগারেটের চারটি মূল্যস্তরের পরিবর্তে ২টি মূল্যস্তর এবং সবধরনের তামাকজাত দ্রব্যে সম্পূরক শুল্কের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট শুল্ক আরোপ করতে হবে। এটি বাস্তবায়ন করা হলে সম্পূরক শুল্ক এবং ভ্যাট বাবদ প্রায় ১০হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব অর্জিত হবে।

তামাক ব্যবহার করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়। সুতরাং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত ৩শতাংশ সারচার্জ আরোপ করা যেতে পারে। যা থেকে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে। ওয়েবিনারে অংশ নেওয়া এমপিরা তামাক কর বৃদ্ধির বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে সমর্থন জানান। তামাক কর বৃদ্ধির পাশাপাশি তারা কৃষকদের তামাক চাষের পরিবর্তে অন্যান্য খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল চাষে উৎসাহ ও প্রণোদনা দেওয়া এবং তামাক শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন।

## তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপে ধূমপান ছাড়বে ২০ লাখ ধূমপায়ী -ওয়েবিনারে বক্তারা

জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় এবং করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা জরুরী। তাই তামাকজাত দ্রব্যের কর কাঠামোতে সুনির্দ্রিষ্ট কর ব্যবস্থার প্রবর্তন বর্তমান সময়ের দাবী। ১০ মে ২০২০ সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত **'তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের প্রয়োজনীয়তা'** শীর্ষক একটি ওয়েবিনারে বক্তারা এই দাবী জানান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) সম্মিলিতভাবে এ ওয়েবিনারের আয়োজন করে।

ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন গাইবান্ধা-১ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। বক্তব্য রাখেন নীলফামারী-৩ আসনের সংসদ সদস্য রানা মোহাম্মদ সোহেল, বগুড়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মো. নুরুল ইসলাম তালুকদার, নারী আসন-৪৫ এর সংসদ সদস্য অধ্যাপক মাসুদা এম. রশীদ চৌধুরী এবং নারী আসন-৪৬ এর সংসদ সদস্য নাজমা আকতার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ওয়েবিনার সঞ্চালনা করেন দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম।

সংসদ সদস্যগণ একটি সময়োপযোগী তামাক-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দ্রিষ্ট কর আরোপের পক্ষে নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার থাকার প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন।

ওয়েবিনারে আরো বক্তব্য রাখেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব গভার্নেন্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্টের অধ্যাপক ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী ও স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের যগ্ম-সচিব খায়রুল আলম সেখ, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সমন্বয়কারী সাইফুদ্দীন

আহমেদ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ড. সৈয়দ মাহফুজুল হক এবং যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা। তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের অর্ধশতাধিক নেতৃবৃন্দ এ ওয়েবিনারে অংশ নেন।

ওয়েবিনারে বক্তারা বলেন, তামাক জাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ হলে প্রায় ২০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ত্যাগে উৎসাহিত হবে। সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ চলতি অর্থবছরে চেয়ে ৪ হাজার ১০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বেশি রাজস্ব আয় হবে। যার হার বিড়ি ও সিগারেট থেকে প্রাপ্ত বর্তমান রাজস্বের চেয়ে অন্তত ১৪% বেশি। পাশাপাশি ত্রুটিপূর্ণ কর ববস্থার কারণে প্রতিবছর তামাক কোম্পানির ক্রমবর্ধমান মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তাঁরা বলেন, এনবিআর প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থেও তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের কথা বলা হয়েছে। ফলে সিগারেটের সুনির্দিষ্ট করারোপে কোনো অসঙ্গতি বা জটিলতা নেই।

বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম তামাক ব্যবসাবান্ধব দেশ। এ পরিস্থিতি বজায় থাকলে ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাক মুক্ত করার যে ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন সে লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে আসন্ন বাজেটেই সব ধরনের তামাক পণ্যে বহু স্তরভিত্তিক কর পদ্ধতি বাদ দিয়ে সুনির্দিষ্ট করারোপের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। এতে সরকার যেমন বাড়তি রাজস্ব পাবে তেমনি তরুণদেরও তামাক পণ্য থেকে দূরে রাখা যাবে। পাশাপাশি একটি গহণযোগ্য কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একটি যুগোপযোগী তামাক-কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে।

ওয়েবিনারে বক্তারা ধোঁয়াবিহীন তামাকের রাজস্ব ফাঁকি দেয়া বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, জর্দা, গুল, সাদাপাতা উৎপাদনকারী অধিকাংশ কোম্পানির তথ্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে নেই। ফলে তারা কর আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে এবং সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে।

## তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও সিগারেটের মূল্যস্তর দুটি করার দাবি

'জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ অর্থ-বছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর প্রস্তাব পেশ করতে সংবাদ সম্মেলন করেছে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত আঠারোটি সংগঠন। সংবাদ সম্মেলনে সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও সিগারেটের মূল্যস্তর চারটি থেকে দুইটিতে নামিয়ে আনার জোর দাবি জানানো হয়। আগামী অর্থ-বছরের জন্য সকল তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপের প্রস্তাব পেশ করার পাশাপাশি একটি যুগোপযোগী ও কার্যকর 'জাতীয় তামাক কর নীতি' প্রণয়নসহ নানা সুপারিশও পেশ করে তারা।

৯ জুন ২০২০, মঙ্গলবার ১১টায় "তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ ও সিগারেটের মূল্যস্তর কমানোর দাবিতে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এইড ফাউন্ডেশন, আর্ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটি, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), বিসিসিপি, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), ঢাকা আহসানিয়া মিশন, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, নাটাব, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন, প্রজ্ঞা, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিজান (সুপ্র), তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ), টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট ও ইপসা সম্মিলিতভাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

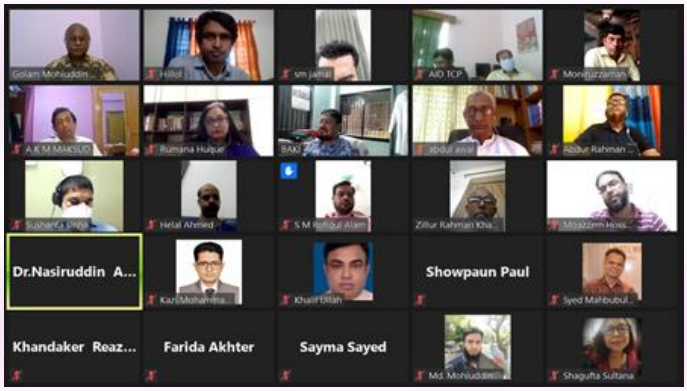


সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো এর ফোকাল পার্সন **অর্থনীতিবিদ ড. রুমানা হক** সাংবাদিকদের কাছে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য ও কর বৃদ্ধির প্রস্তাব তুলে ধরেন। সেখানে সিগারেটের মূল্যস্তর ৪টি থেকে কমিয়ে ২টি নির্ধারণ করে নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের খুচরা মূল্য ৬৫+ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং উচ্চস্তরে ১০ শলাকা মূল্য ১২৫+ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়। বিড়িতে বিভিন্ন বিভাজন তুলে ফিল্টার ছাড়া ২৫ শলাকা খুচরা মূল্য ৪০ টাকা; ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৬.৮৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং ফিল্টারসহ ২০ শলাকা খুচরা মূল্য ৩২ টাকা; ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৫.৪৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক আরোপের প্রস্তাব করা হয়। পাশাপাশি প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪১ টাকা; ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৫.৭১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৩ টাকা; ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৩.৪৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়। একইসাথে সকল তামাকজাত পণ্যে ১৫% ভ্যাট আরোপের পাশাপাশি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপেরও প্রস্তাব করা হয়।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত এ কর কাঠামো বাস্তবায়ন হলে সিগারেট আসক্তির হার ১৩.৬% এর কাছাকাছি থেকে কমে প্রায় ১১.৯% এ নেমে আসবে এবং বিড়ি আসক্তির হার ৫.০% থেকে ৩.৩% এ নেমে আসবে, যা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবয়নের পথ এগিয়ে নেবে। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব। যা করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২০১৮ সালে তামাক ব্যবহারজনিত রোগে বাংলাদেশে ১,২৬,০০০ জন মারা যায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, অথচ একইসময়ে (২০১৭-১৮) তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মাত্র ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হলে ২০ লক্ষ ধুমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দেবে, ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে। এতে ৬ লক্ষ ধূমপায়ীর জীবন রক্ষা হবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান কর ব্যবস্থা তামাক কোম্পানীকে লাভবান করছে তা বন্ধ হবে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্য সুপারিশ গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বিড়ির দাম যথেষ্ট বাড়িয়ে সস্তা সিগারেটের সাথে এর দামের পার্থক্য কমিয়ে আনা যাতে ব্যবহারকারীর একটির বদলে অন্যটি ব্যবহারের সুযোগ কমে আসে; সকল তামাক পন্য প্যাকেজিং এর মানদণ্ড ও পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া; মূল্যস্ফীতি ও আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করা; কঠোর লাইসেন্সিং ও ট্রেসিং ব্যবস্থাসহ তামাক কর প্রশাসন শক্তিশালী করা; কর ফাঁকির জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; ই-সিগারেটের উৎপাদন, আমদানি এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা এবং অবিলম্বে একটি সময়োপযোগী, সহজ ও কার্যকর 'জাতীয় তামাক কর নীতি' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

সংবাদ সম্মেলনের সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটির প্রকল্প পরিচালক ও বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. গোলাম মহিউদ্দিন ফারুক। এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের অধ্যাপক ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দীন আহমেদ, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের ডিরেক্টর ইকবাল মাসুদ, তামাক বিরোধী নারী জোটের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আকতার, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযানের (সুপ্র) চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল এবং ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের ইপিডেমিওলজি অ্যান্ড রিসার্চ এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী ও প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হেলাল আহমেদ।

## করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণে সহায়ক তামাক পণ্যে সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবী

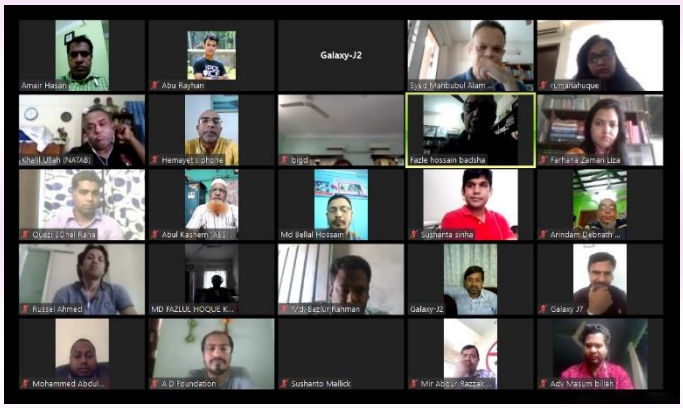


তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপ করে করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব বলে মনে করেন তামাক বিরোধী ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ। ২৭ এপ্রিল ২০২০ **'করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের প্রস্তাবনা'** শীর্ষক ওয়েবিনারে বক্তারা এ মন্তব্য করেন।

রাজশাহী-২ আসনের সংসদ সদস্য **এড. ফজলে হোসেন** বাদশা বলেন, করোনাকালে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছে সেটা পূরণের জন্য তামাকজাত দ্রব্যে করারোপ করলে সেটা অনেকটা পোষানো সম্ভব। তবে এজন্য একটি সুনির্দিষ্ট তামাক কর নীতি প্রণয়ন করে তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা কাটিয়ে উঠতে সারাদেশে পতিত জমিগুলোতে ফসল ফলাতে হবে। তবে কোনোভাবেই ফসলি জমিতে তামাক চাষ করা যাবে না।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের **অধ্যাপক ড. নাসিরুদ্দীন আহমেদ** বলেন, এনবিআর প্রকাশিত একটি গবেষণা গ্রন্থে বিড়ির ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের কথা বলা হয়েছে। ফলে সিগারেটেও সুনির্দিষ্ট করারোপের ক্ষেত্রে কোনো আইনগত জটিলতা নেই। বরং করোনাকালে বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে এটা কার্যকর করা জরুরি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য তামাকে একটি সুনির্দিষ্ট কর প্রস্তাব তুলে ধরেন। একইসঙ্গে ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্তকরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ উপস্থাপন করেন তিনি। দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলমের সঞ্চালনায় এ ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) এবং বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) যৌথভাবে এ ওয়েবিনারের আয়োজন করে। আয়োজনে তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের অর্ধশতাধিক নের্তৃবৃন্দ তাদের মতামত তুলে ধরেন।

## তামাকজাত দ্রব্যের সুর্নিদিষ্ট কর কাঠামোর দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন

করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করার দাবীতে অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) বেলা ১১টা থেকে এই অনলাইন মানববন্ধন শুরু হয়। সারাদেশের শতাধিক তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠন ও সাধারণ মানুষ এই মানববন্ধনে 'তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের দাবী' জানান।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা)'র ও এইড ফাউন্ডেশন উদ্যোগে এবং দ্যা ইউনিয়নের সহযোগীতায় এই অনলাইন মানববন্ধনে বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যান্ড রিসার্চ সেল, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, সিয়াম, সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মৌমাছি, সাফ, কেএনকেএস, পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পাস), সুরঙ্গন সাংস্কৃতিক একাডেমি, গাংনী থিয়েটারসহ সারাদেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহন করেন। সামাজিক যোগাযোগ

মাধ্যম ফেসবুক এর মাধ্যমে বাংলাদেশে এই প্রথম অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহনকারীরা একটি সময়োপযোগী তামাক-কর ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের জন্য "কোভিড-১৯ এর আর্থিক ক্ষতি মোকাবিলায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই" "তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট কর, জীবন বাচাঁবে বাড়াবে রাজস্ব"-"জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত দ্রব্যের উপর উচ্চহারে করারোপ চাই"- এসব শ্লোগান লেখা লিফলেট হাতে নিয়ে নিজ অবস্থান থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবী পোস্ট করেন।

তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর দাবী করোনার অর্থনৈতিক ক্ষতি পোষাতে ও জনস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় ক্ষতিকর তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপ করা হোক। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা), এইড ফাউন্ডেশনসহ তামাক বিরোধী বিভিন্ন সংগঠনের ১১২ জন নেতৃবৃন্দ এ মানববন্ধনে অংশ নেন।

## তামাক খাতে ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার -বাজেট প্রতিক্রিয়ায় প্রজ্ঞা ও আত্মা

তামাক কর ও মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত বাজেট প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে সরকার তামাক খাত থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জন করতে পারতো। দীর্ঘমেয়াদে প্রায় ৬ লক্ষ মানুষের অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হতো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ তামাককে করোনা সংক্রমণ সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য জোর তাগিদ দিয়ে আসছে। অথচ প্রস্তাবিত বাজেটে এসবের কোনো প্রতিফলন নেই। সিগারেটের ৪টি মূল্যস্তর বহাল রাখায় কমদামি সিগারেট বেছে নেয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকবে এবং তরুণরা ধূমপান শুরু করতে উৎসাহিত হবে। ফলে সিগারেটের ব্যবহার না কমে বৃদ্ধি পাবে।

বাজেট প্রস্তাবে নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম মাত্র ২ টাকা বাড়িয়ে ৩৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রতি শলাকায় দাম বৃদ্ধি পাবে মাত্র ২০ পয়সা বা ৫.৪ শতাংশ। অথচ একইসময়ে মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১১.৬ শতাংশ। সিগারেট বাজারের প্রায় ৭২ শতাংশই নিম্নস্তরের সিগারেটের দখলে। এই স্তরে সম্পূরক শুল্ক ধার্য করা হয়েছে ৫৭ শতাংশ, যা গতবছর ছিল ৫৫ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেট কার্যকর হলে এই স্তরের সিগারেটের প্রকৃতমূল্য হ্রাস পাবে এবং ব্যবহার বাড়বে। বিড়ির শলাকা প্রতি মাত্র ১৬ পয়সা দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে, এতে বিড়ির ব্যবহার কমবেনা বরং দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়ে যাবে। অন্যদিকে, ১০ গ্রাম জর্দার দাম ১০ টাকা বাড়িয়ে ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা সন্তোষজনক। তবে ১০ গ্রাম গুলের দাম বাড়ানো হয়েছে মাত্র ৫ টাকা। এর ফলে নারী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে এসব তামাকপণ্যের ব্যবহার খুব একটা কমবেনা। সার্বিকভাবে অতিরক্তি রাজস্ব আহরণ, অকাল মৃত্যুরোধ এবং করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাসে প্রস্তাবিত তামাক কর ও মূল্য পদক্ষেপ কোনো ভূমিকা রাখবে না, যা অত্যন্ত হতাশাজনক।

প্রস্তাবিত বাজেটে মধ্যমস্তরে সিগারেটের দাম না বাড়িয়ে ৬৩ টাকা রাখা হয়েছে। উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম যথাক্রমে ৪ টাকা এবং ৫ টাকা বৃদ্ধি করে ৯৭ টাকা এবং ১২৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই তিনটি মূল্যস্তরে বর্তমান ৬৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বহাল রাখা হয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির তুলনায় দাম বৃদ্ধি কম হওয়ায় সিগারেটের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পাবে। তামাক বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি এবং সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট কর আকারে আরোপ না করায় সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে এবং তামাক কোম্পানিগুলোর আয় বৃদ্ধি পাবে ফলে তারা মৃত্যুবিপণনে আরো উৎসাহিত হবে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এছাড়াও করোনাভাইরাস সংক্রমণের আর্থিক এবং স্বাস্থ্য ক্ষতি মোকাবেলায় ৩ শতাংশ সারচার্জ আরোপের দাবি জানানো হলেও প্রস্তাবিত বাজেটে যার প্রতিফলন নেই।

জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিড়ির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে কোনো কার্যকর উদ্যোগ প্রস্তাবিত বাজেটে নেই। করোনা মহামারী চলাকালীন বিগত ২ মাস ধরে বিড়ি শ্রমিকদের ব্যবহার করে কারখানার মালিকপক্ষ যে অযৌক্তিক আন্দোলন চালিয়েছে তার ফল স্বরূপ বাজেট ঘোষণায় তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির মূল্য মাত্র ৪ টাকা বৃদ্ধি করে ১৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে প্রতি শলাকা বিড়ির মূল্য বৃদ্ধি পাবে মাত্র ১৬ পয়সা। এরফলে দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিড়ির ব্যবহার আরও বেড়ে যাবে। অন্যদিকে, টানা পঞ্চম বছরের মত বিড়ির সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশে বহাল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে জনস্বাস্থ্য বিরোধী।

প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, সম্পূরক শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে ৫৫ শতাংশ। ধোয়াঁবিহীন তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে এই মূল্য বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেনা। বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। বাস্তবতা হলো মোট তামাক রাজস্বের ১ শতাংশেরও কম আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। সুতরাং ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য থেকে সরকারের বাড়তি রাজস্ব আয়ের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

তামাক ও তামাকজাত পণ্য রপ্তানি উৎসাহিত করতে রপ্তানি শুল্ক অব্যাহতির সুযোগ প্রস্তাবিত বাজেটেও রাখা হয়েছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং খাদ্যশস্য চাষাবাদ ও পরিবেশবিরোধী পদক্ষেপ। এরফলে তামাক চাষ বৃদ্ধি পাবে, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকিতে পড়বে এবং কোভিড-১৯ মহামারী পরবর্তী সময়য় দেশের খাদ্য সংকট মোকাবেলায় বাধাগ্রস্ত করবে।

করোনাভাইরাস সংক্রমণ দেখিয়ে দিয়েছে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আগাম পদক্ষেপ গ্রহণ কতটা জরুরি। তবে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তামাকপণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে প্রস্তাবিত বাজেটে কার্যকর কর ও মূল্য বৃদ্ধির পদক্ষেপ উপেক্ষা করা হয়েছে। এতে সরকার অতিরিক্ত প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাবে, ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক তামাক ব্যবহারকারী ও পরোক্ষ ধূমপানের শিকার ৪ কোটি ১০ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নজিরবিহীন স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়বে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ" অর্জনের লক্ষ্য বাধাগ্রস্ত হবে। যা কারোরই কাম্য নয়। আরো জানতে প্রজ্ঞার 'কেমন তামাক কর চাই' বাজেট আলোচনা দেখুন।

# বাজেটে তামাক কর আশানুরুপ বাড়েনি

## -বাজেট প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

প্রস্তাবিত বাজেটে আশানুরুপ কর বৃদ্ধি না করায় **১৪ জুন ২০২০ ঢাকা আহসানিয়া মিনের স্বাস্থ্য সেক্টর কতৃর্ক আয়োজিত "তামাক করঃ জাতীয় বাজেট ২০২০-২১"** শীর্ষক অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

সভায় বক্তারা বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও সঠিকভাবে করারোপ করলে একদিকে যেমন সকলের স্বাস্থ্য ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস পাবে অপরদিকে সরকার প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পাবে যা বাজেটের ঘাটতি পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু, প্রস্তাবিত বাজেটে তার প্রতিফলন পাওয়া যায়নি। তামাকের কর বৃদ্ধিতে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় না নেওয়ার ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতার কোনো পরিবর্তন হবে না এবং একই সাথে তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করা যাবে না।

আলোচনায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেকচেয়ারম্যান, ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ** বলেন, তামাকজাত পণ্য বিশেষ করে সিগারেট এর মূল্য স্তর চারটি থেকে দুটি করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, তামাক কোম্পানীর একটি বড় প্রভাব রয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর যা নিয়ন্ত্রণে সরকারকে সচেতন হতে হবে।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর রোগতত্ত্ব ও গবেষণা বিভাগয় প্রধান **ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী** বলেন, বর্তমানে যুবসমাজের জন্য অন্যতম আরেকটি ক্ষতিকর তামাক পণ্য হচ্ছে ই-সিগারেট। তামাকজাত উৎপাদকারী কোম্পানীগুলো সুকৌশলে ই-সিগারেটের বাজারজাত করে যাচ্ছে। যা বন্ধ করা প্রয়োজন।

ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক **ড. রুমানা হক** বলেন, সিগারেটের মূল্য স্তর চারটি থেকে দুটি করার পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা জরুরী। সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। তামাক কোম্পানীর কর ফাঁকির যে কূটকৌশল অবলম্বন করে তা প্রতিহত করাও সম্ভব হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক **ইকবাল মাসুদ** বলেন, বর্তমান বাজেটে স্বাস্থ্য খাতের জন্য অর্থ বরাদ্ধ পর্যাপ্ত নয়। তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বাড়িয়ে করোনাকালীন সময়ের অর্থনৈতিক ক্ষতি কিছুটা হলেও পুরণ ও স্বাস্থ্য খাতের জন্য অর্থের যোগান রাখা সম্ভব। কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তামাকপণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে প্রস্তাবিত বাজেটে কার্যকর কর ও মূল্যবৃদ্ধি পদক্ষেপ উপেক্ষা করা হয়েছে। এতে করে সরকার প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব হারাবে।

ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রী কিডস (সিটিএফকে) প্রোগাম অফিসার **আতাউর রহমান মাসুদ** বলেন, দেশের বিদ্যমান কর কাঠামোর কারণে তামাক কোম্পানী লাভবান হচ্ছে। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণে কর কাঠামো সংস্কার করতে হবে। অন্যান্য কর্মসূচি:

- জাতীয় বাজেট: তামাক না জনস্বাস্থ্য ২৭ জুন, ২০২০)
- করোনা সংলাপ: জনস্বাস্থ্য নাকি তামাক?

# তামাকের ওপর কর বাড়াতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান

১০ জুন ২০২০ উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা (উবিনীগ) ও তামাক বিরোধী নারী পজাট (তাবিনাজ) আয়োজিত 'তামাকের ক্ষতি ও কর সংলাপ: ২' ফেসবুক লাইভ অনুষ্ঠানে এই বাজেট অধিবেশনে তামাক পণ্যের ওপর কর বাড়াতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার কথা বলেন বক্তারা।

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন, ধূমপান, জর্দা, গুল ও সাদাপাতা সেবন শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে আমরা দু:সময় পার করছি। এ সময়ে মানুষকে তামাক ব্যবহার থেকে বিরত রাখার জন্য এসব পণ্যের দাম বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি আরো বলেন, 'তামাক কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নয়। আইনে থাকলে সেটা সংশোধন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন উবিনীগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আক্তার, তাবিনাজের সমন্বয়ক সাইদা আখতার, ইপসা'র তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের টিমলিডার নাসিম বানু শ্যামলী, এসিডি'র প্রোগ্রাম ডিরেক্টর শারমিন সুবরিনা প্রমূখ। অন্যান্য কর্মসূচি:

- সংলাপ- ১ তামাকের ক্ষতি ও কর
- সংলাপ- ২ তামাকের ক্ষতি ও কর
- সংলাপ- ৩ তামাকের ক্ষতি ও কর

# তামাক পণ্যের কর বৃদ্ধিতে ১২৩ জনের (জনপ্রতিনিধি, স্বাস্থ্য-অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও তরুণদের) একাত্মতা প্রকাশ

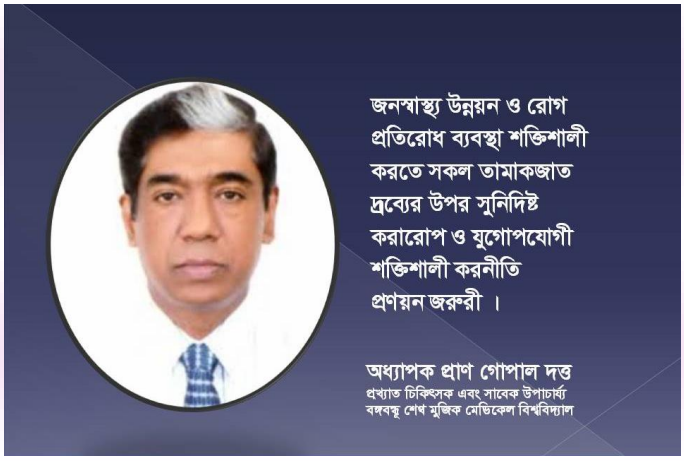


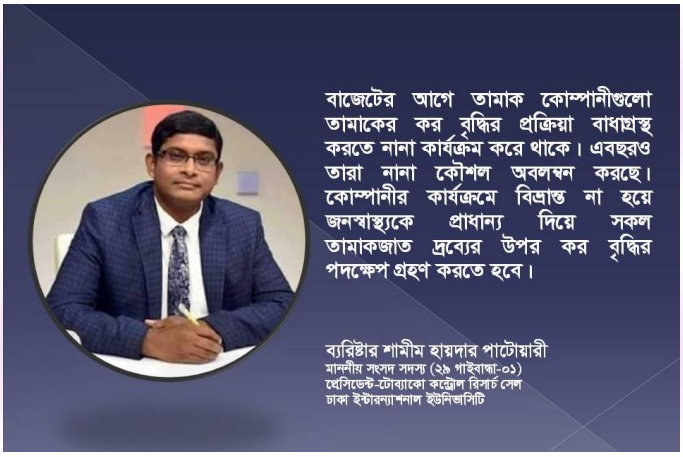


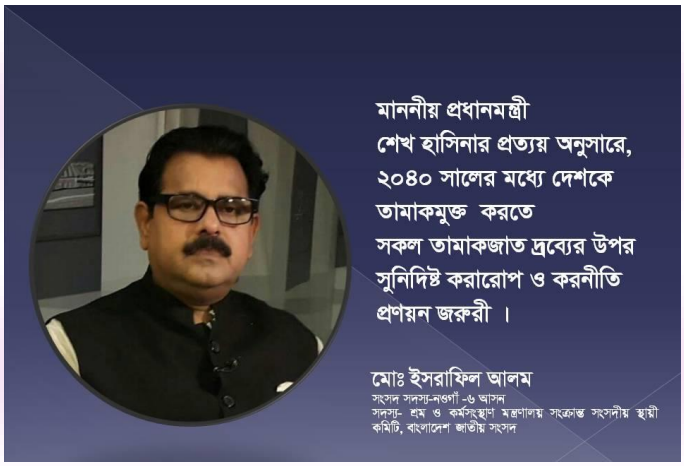


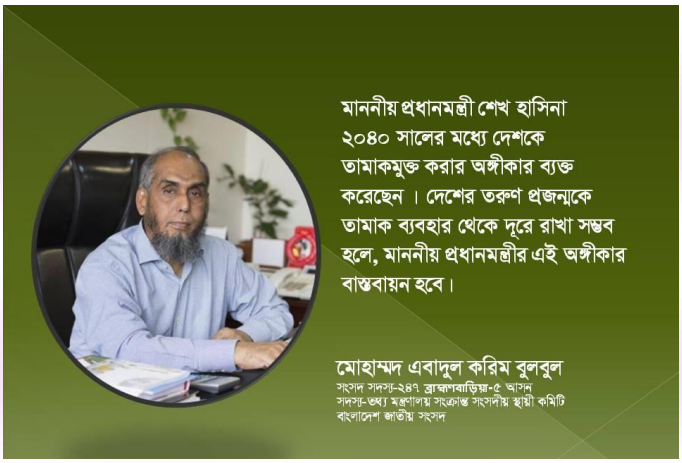


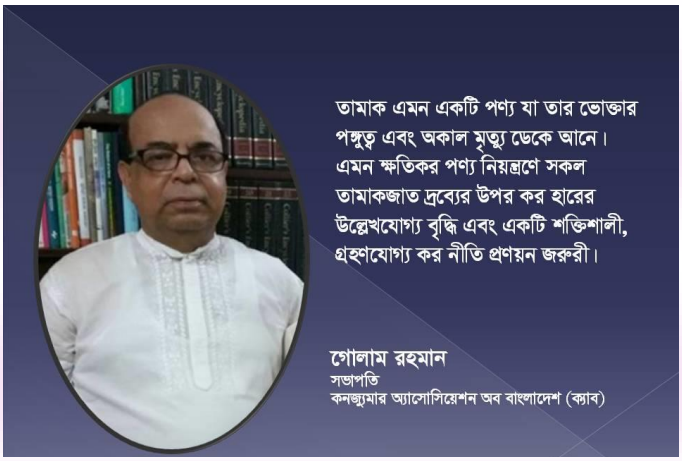


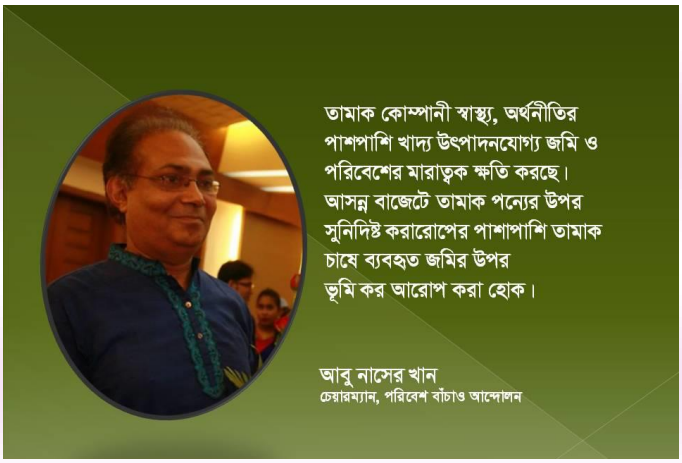


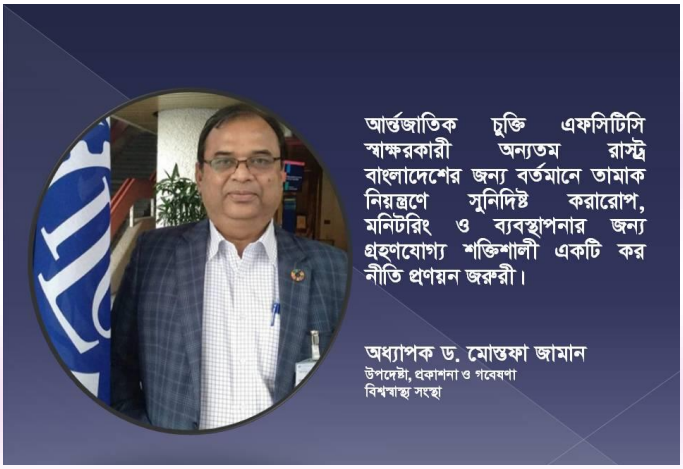


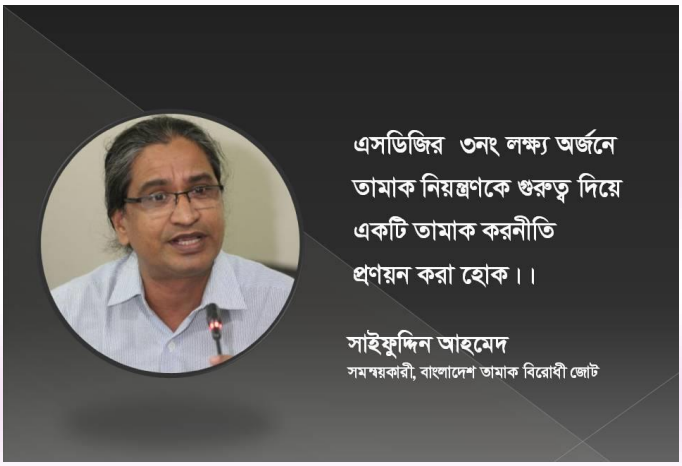

জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও তামাক নিয়ন্ত্রণে সকল ধরনের তামাক পণ্যের ভিত্তিমূল্য বৃদ্ধি এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

অধ্যাপক ড. রুমানা হক
ফোকাল পার্সন (তামাক কর প্রকল্প)
ব্যুরো অফ ইকোনোমিক রিসার্চ

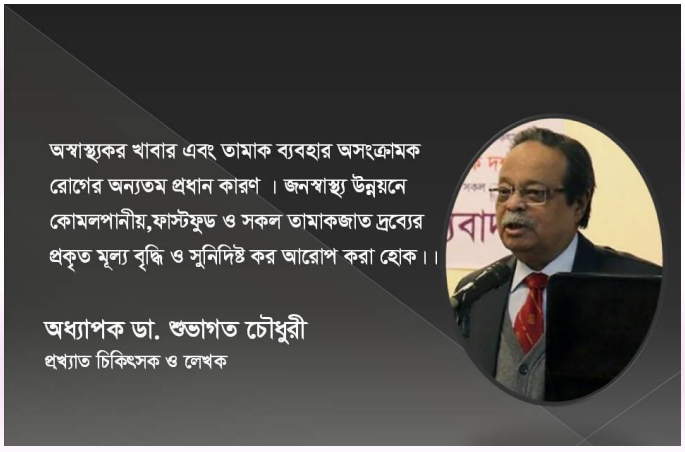

অস্বাস্থ্যকর খাবার এবং তামাক ব্যবহার অসংক্রামক রোগের অন্যতম প্রধান কারণ । জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে কোমলপানীয়,ফাস্টফুড ও সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি ও সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হোক।।

অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরী
প্রখ্যাত চিকিৎসক ও লেখক

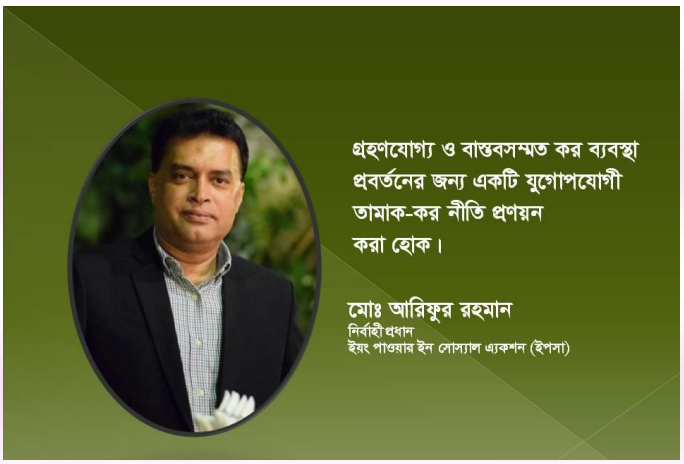

গ্রহণযোগ্য ও বাস্তবসম্মত কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য একটি যুগোপযোগী তামাক-কর নীতি প্রণয়ন করা হোক।

মোঃ আরিফুর রহমান
নির্বাহী প্রধান
ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল এ্যকশন (ইপসা)

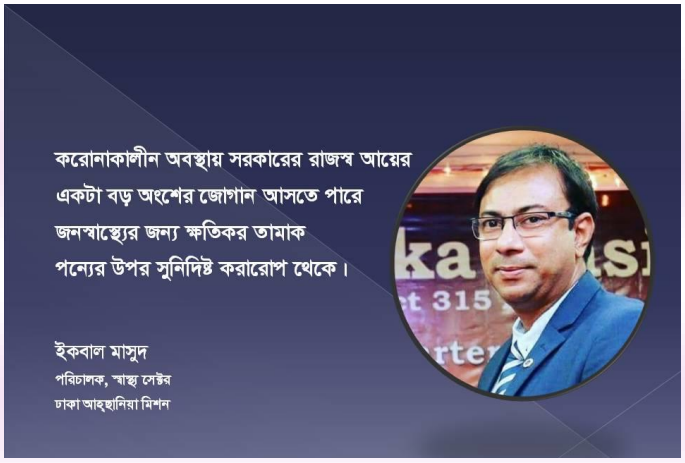

করোনাকালীন অবস্থায় সরকারের রাজস্ব আয়ের একটা বড় অংশের জোগান আসতে পারে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তামাক পন্যের উপর সুনিদিষ্ট করারোপ থেকে।

ইকবাল মাসুদ
পরিচালক, স্বাস্থ্য সেক্টর
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

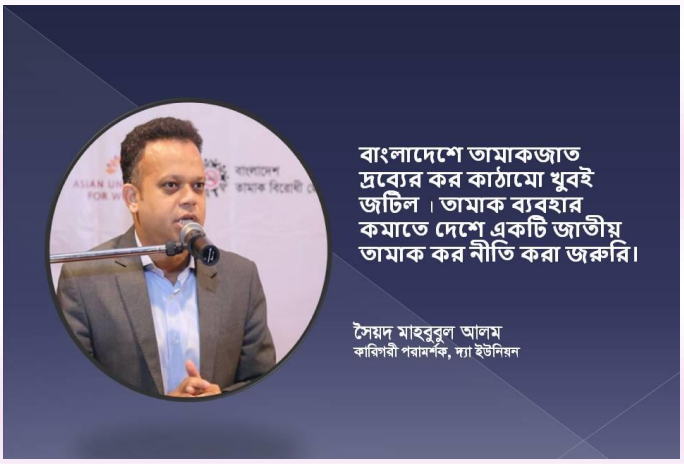

বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের কর কাঠামো খুবই জটিল । তামাক ব্যবহার কমাতে দেশে একটি জাতীয় তামাক কর নীতি করা জরুরি।

সৈয়দ মাহবুবুল আলম
কারিগরী পরামর্শক, দ্যা ইউনিয়ন

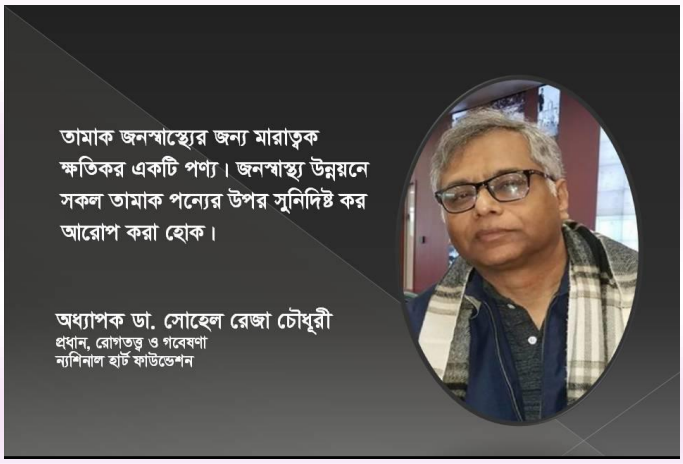

তামাক জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর একটি পণ্য। জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সকল তামাক পন্যের উপর সুনিদিষ্ট কর আরোপ করা হোক।

অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী
প্রধান, রোগতত্ত্ব ও গবেষণা
ন্যাশিনাল হার্ট ফাউন্ডেশন

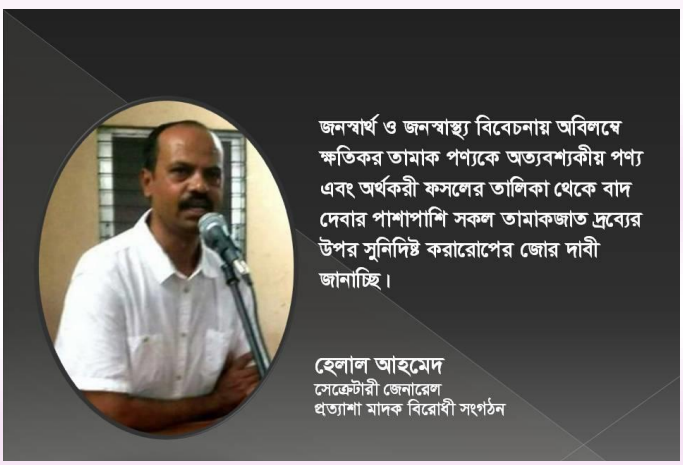

জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় অবিলম্বে ক্ষতিকর তামাক পণ্যকে অত্যবশ্যকীয় পণ্য এবং অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে বাদ দেবার পাশাপাশি সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনিদিষ্ট করারোপের জোর দাবী জানাচ্ছি।

হেলাল আহমেদ
সেক্রেটারী জেনারেল
প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠন

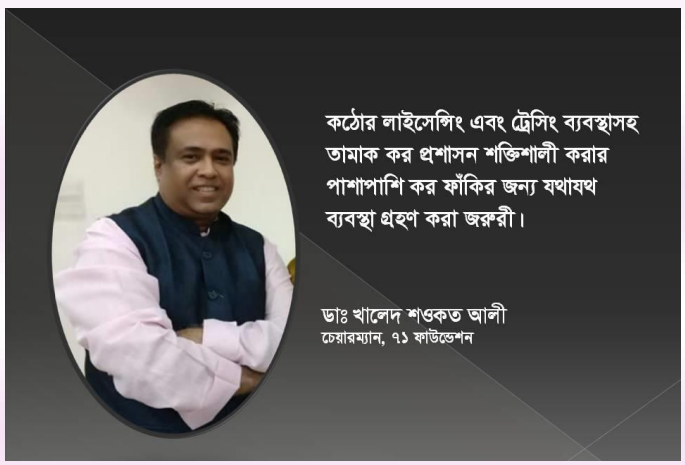

কঠোর লাইসেন্সিং এবং ট্রেসিং ব্যবস্থাসহ তামাক কর প্রশাসন শক্তিশালী করার পাশাপাশি কর ফাঁকির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী।

ডাঃ খালেদ শওকত আলী
চেয়ারম্যান, ৭১ ফাউন্ডেশন

# তামাক পণ্যের ওপর করারোপ যেমন হওয়া উচিত

ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ ও মাহামুদ সেতু

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি তামাক ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে একটি। গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ অনুসারে, দেশের প্রাপ্তবয়স্কদের এক-তৃতীয়াংশ তামাক ব্যবহার করে। তামাক জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু তো নয়ই, বরং এর বহুল ব্যবহার জনস্বাস্থ্য ও অর্থনীতি-উভয়ের জন্যই মারাত্মক ক্ষতিকর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৮ সালে দেশে তামাকজনিত রোগের কারণে ১ লাখ ২৬ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, যা ওই বছরের মোট মৃত্যুর ১৩.৫ শতাংশ। অন্যদিকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র প্রায় ১.৪ শতাংশ ছিল।

তামাক চাষ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, তামাক পণ্য উৎপাদন, কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস, বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ার পরিবেশগত ক্ষতি ইত্যাদি হিসাব করা হলে এই ক্ষতি আরও বহুগুণ হবে। তামাক খাতে ব্যয় হওয়া পুরো টাকাই অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। একজন ব্যক্তি দিনে ১০ টাকা সিগারেটের পেছেনে ব্যয় করলে পুরোটাই তিনি নিজের ক্ষতিতে ব্যয় করলেন। দেশের অর্থনীতি থেকেই ১০ টাকা নষ্ট হয়ে গেল। এভাবে প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে; যা বরং অন্য কোনো উৎপাদনশীল খাতে কাজে লাগানো যেত। আর এভাবে যে টাকা অপচয় হচ্ছে, তারই একটি অংশ সরকার রাজস্ব হিসেবে পাচ্ছে। এই দিক থেকে দেখলে, তামাক খাতের রাজস্বও সেই অপচয়ের বেঁচে যাওয়া একটি অংশ।

বর্তমান করোনা মহামারিতে তামাক ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের অন্যতম কারণ তামাক ব্যবহার। এটি শ্বাসজনিত রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি করে। করোনাভাইরাসও শ্বাসযন্ত্রেই আক্রমণ করে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনা করে জানিয়েছেন, অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীরা কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে, তাদের ক্ষেত্রে গুরুতর অসুস্থ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। গবেষণাগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে, ধূমপায়ীদের গুরুতর রোগ এবং মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই করোনা থেকে নিরাপদ থাকতে তামাক ব্যবহার বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি। কিন্তু, ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকের ব্যবহার কমানোর মতো কর আরোপ করা হয়নি, যা সত্যিই হতাশাজনক। নিম্নস্তরের সিগারেট, বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্যের দাম সামান্য বৃদ্ধির প্রস্তাব থাকলেও সম্পূরক শুল্ক খুবই স্বল্প পরিমাণে বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এই যৎসামান্য মূল্য ও কর বৃদ্ধি তামাক ব্যবহার হ্রাস ও রাজস্ব আয়ে তেমন একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। তামাক কর বাড়ানো এ জন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে এর সঙ্গে জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং সরকারের আয় বাড়ানোর বিষয়টি জড়িত।

তামাকদ্রব্যে কর বাড়ালে দামও বাড়ে, যা তরুণ ও দরিদ্রদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে, তামাক কর স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি উৎস হতে পারে। তাছাড়া তামাক ব্যবহার করোনাকালীন চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। কারণ, তামাক ব্যবহারকারীদের অন্যদের তুলনায় আইসিইউ বেশি দরকার পড়ে। সেদিক থেকেও স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থার অতিরিক্ত চাপ কমাতে তামাক খাত থেকে আরও বেশি অর্থ আদায় করা জরুরি। এ জন্য তামাকজাত দ্রব্যের ওপর ৩ শতাংশ কোভিড সারচার্জ আরোপ করার বিষয়টিতে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার। কয়েক বছর ধরে সরকার সব তামকপণ্যের ওপর ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আদায় করছে। এখন সময় এসেছে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে অন্তত পক্ষে ২ শতাংশে উন্নীত করা। ফলে সরকার প্রায় ৩০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করতে পারবে, যা স্বাস্থ্য খাতকে আরও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

বাংলাদেশে তামাক কর কাঠামো অত্যন্ত জটিল। এখানে তামাক দ্রব্যের ওপর কর নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন স্তরভিত্তিক বিক্রয়মূল্যের ওপর, যেখানে করভিত্তি খুবই কম এবং বিভিন্ন তামাক দ্রব্যের মূল্য এবং করের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই বিভিন্ন মূল্যস্তরভিত্তিক কর কাঠামোর কারণে, কোনো এক স্তরের সিগারেটের দাম বাড়লেও ব্যবহারকারীরা সহজেই নিমস্তরের সিগারেটে চলে যেতে পারে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সিগারেটের মোট বাজারের ৬৭% ছিল নিম্নস্তরের দখলে; আর মধ্যম স্তরের অংশীদারত্ব ছিল মাত্র ১৪%। এ বিষয়টি রাজস্ব আয় থেকেও বোঝা যায়, ওই অর্থবছরের সিগারেট থেকে মোট রাজস্বের ৪৪ শতাংশই এসেছে নিম্নস্তর থেকে এবং ১৭ শতাংশ মধ্যম স্তর থেকে। বাজারে নিম্নস্তরের সিগারেটের আধিক্য থাকায় সরকারের রাজস্ব আয় কমে যায়। কারণ, বিক্রয়মূল্য কম হওয়ায় নিমস্তরের সিগারেট থেকে রাজস্ব কম আসে।

এই সমস্যা সমাধানে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা সিগারেটের খুচরা মূল্য বাড়ানো, বিশেষ করে নিম্নস্তরের সিগারেটের, সিগারেটের মূল্যস্তর চারটি থেকে দুটিতে নামিয়ে আনা, সব তামাকদ্রব্যের ওপর একই হারে সম্পূরক শুল্ক এবং সুনির্দিষ্ট কর আরোপের পরামর্শ দিয়েছেন। এর আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে তামাক কর বিষয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল। এই সুপারিশগুলোর লক্ষ্য হলো, তামাক খাত থেকে রাজস্ব আয় বাড়ানো এবং তামাকের ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা। এগুলো বাস্তবায়িত হলে তামাক খাত থেকে সরকার অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পেতে পারে। পাশাপাশি, সিগারেটের দাম বাড়ানোর ফলে ব্যবহারকারীরা যেন সহজেই বিড়ি বা ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের সুযোগ না পায়, সে জন্য সেসবের ওপরও করভার বৃদ্ধি করতে হবে। যদিও প্রস্তাবিত বাজেটে সেসব সুপারিশের উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন দেখা যায়নি।

বর্তমান মহামারি পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং কোভিডের কারণে স্বাস্থ্য ব্যয় মেটাতে অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের উৎস খুঁজে বের করাই সরকারের কাছে প্রাধান্য পাওয়া উচিত। সেই সঙ্গে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে সহায়তা দেওয়া এবং অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন তহবিল গঠন করাও প্রয়োজন। এসব সমস্যার কিছু সমাধান তামাক থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আয়ের মাধ্যমে করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তামাকের কর বাড়ানো ও কোভিড সারচার্জ আরোপ করা হলে- ১) প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব আয় হবে; ২) প্রায় ২০ লাখ ধূমপায়ী তামাক ছাড়তে উৎসাহিত হবে এবং ৩) কমপক্ষে ৬ লাখ বর্তমান ধূমপায়ীর জীবন বাঁচবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং অসংক্রামক রোগ (এনসিডি) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় তামাক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়েছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তামাকের ওপর কর বাড়ানো কার্যকর উপায়। সেই সঙ্গে ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের পথেও একটি বড় পদক্ষেপ হবে এটি। তা ছাড়া তামাক করকাঠামো সংস্কার করা হলে তা স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগান দেবে। স্পষ্টতই এটি সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশের জনগণের জন্যও লাভজনক হবে।

লেখকদ্বয়: ১) **ড. নাসিরউদ্দিন আহমেদ**, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান
২) **মাহামুদ সেতু**, মিডিয়া ম্যানেজার, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ।

# তামাকের এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়

এ বি এম জুবায়ের

অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করার মতো। সরকার চাইলেই করানোয় আক্রান্ত স্বাস্থ্য খাত ও অর্থ খাত দুটোকেই একসঙ্গে সুরক্ষা প্রদান করতে পারে। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আসন্ন বাজেটে কেবল তামাকপণ্যের দাম বাড়িয়েই অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জন এবং তামাক ব্যবহারজনিত স্বাস্থ্যব্যয় কমানো সম্ভব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, তামাকাসক্তরা করোনায় বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশে ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন এবং প্রায় ৪ কোটি ১০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজ বাড়িতেই পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তামাকের ক্ষতির শিকার এই বিপুল প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠী বর্তমানে মারাত্মকভাবে করোনা ভাইরাসের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। তামাকের সহজলভ্যতা এবং ত্রুটিপূর্ণ করকাঠামোই এর প্রধান কারণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডসসহ ছয়টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মিলিত গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের বিদ্যমান চারটি মূল্যস্তর বিলুপ্ত করে দুটি নির্ধারণ, সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট কর আকারে আরোপ এবং সব তামাকপণ্যের কর ও দাম তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী বৃদ্ধি করে, তাহলে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে।

অধিকন্তু, সব তামাকপণ্যের খুচরা মূল্যের ওপর ৩ শতাংশ হারে সারচার্জ আরোপ করা হলে আরও এক হাজার কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আয় অর্জন সম্ভব। অতিরিক্ত এই অর্থ সরকার করোনা মহামারিসংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যয় এবং প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ব্যয় করতে পারে। একই সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদে ছয় লাখ বর্তমান ধূমপায়ীর অকালমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে এবং প্রায় ২০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবেন, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'তামাকমুক্ত বাংলাদেশ' অর্জনকে ত্বরান্বিত করবে। তামাক বিরোধী সাংবাদিক জোট ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গ্রুপের এই তামাক কর প্রস্তাব বিবেচনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে পাঠিয়েছে।

বাংলাদেশে তামাকপণ্য খুবই সস্তা এবং দিন দিন আরও সস্তা হয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৮ সালের তথ্যমতে, বিশ্বের ১৫৭টি দেশের মধ্যে সবচেয়ে কমদামে সিগারেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১০২তম এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিয়ানমারের পরেই বাংলাদেশে সবচেয়ে কম দামে সস্ত ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য আরও সস্তা। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) কর্তৃক রিলেটিভ ইনকাম প্রাইস (আরআইপি) পদ্ধতির মাধ্যমে সিগারেটের স্তরভিত্তিক সহজলভ্যতা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৫-১৬ সালে একজন ধূমপায়ীর প্রিমিয়াম, উচ্চ এবং মধ্যম স্তরে এক হাজার শলাকা সিগারেট কিনতে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি'র যথাক্রমে ৯ দশমিক ৩২, ৬ দশমিক ৪৬ ও ৪ দশমিক ১৫ শতাংশ ব্যয় হতো, সেখানে ২০১৮-১৯ সালে একই পরিমাণ সিগারেট কিনতে ব্যয় হয়েছে যথাক্রমে ৬ দশমিক ৮৪, ৪ দশমিক ৮৮ ও ৩ দশমিক ১৩ শতাংশ। নিম্নস্তরে এই হার প্রায় একই রয়েছে।

গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস্)-২০১৭ এর ফলাফল বলছে, ২০০৯ এর তুলনায় ২০১৭ সালে সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মানে সিগারেটের প্রকৃত মূল্য ক্রমে হ্রাস পাওয়ার কারণেই সিগারেটের ব্যবহার কমছে না। অন্যান্য তামাকপণ্য যেমন: বিড়ি, গুল, জর্দা প্রভৃতি প্রতিনিয়ত সস্তাতর হয়ে পড়ছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, তামাকের ওপর কার্যকরভাবে করারোপ করলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পায় এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পায়। জাতিসংঘের উদ্যোগে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবাতে অনুষ্ঠিত 'উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে তামাক করকে রাজস্ব আহরণের একটি কার্যকর ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। বাস্তবতা হলো, মোট তামাক রাজস্বের মাত্র শূন্য দশমিক ২ শতাংশ (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। সুতরাং, ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য থেকে সরকারের বাড়তি রাজস্ব আয়ের সুযোগ রয়েছে।

সাউথ আফ্রিকায় ১৯৯৩ থেকে ২০০৯ সালে সিগারেটের প্রকৃত মূল্য ৩২ শতাংশ থেকে ৫২ শতাংশে বৃদ্ধি করা হয়, এ কারণে সেখানে একদিকে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর মধ্যে মাথাপিছু দিনপ্রতি সিগারেট সেবনের পরিমাণ ৪টি থেকে কমে ২টিতে নেমে আসে, অন্যদিকে এ সময়ে সরকারের রাজস্ব আয় ৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিলিপাইন, তুরস্ক ও মেক্সিকোও এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে।

বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাক ব্যবহারের উচ্চ প্রবণতা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার ৪৮ শতাংশ, যেখানে অতি উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই হার মাত্র ২৪ শতাংশ। বাংলাদেশে গৃহস্থালি ব্যয়ের ক্ষেত্রে তামাকের পেছনে ব্যয়ের ক্রাউডিং আউট প্রভাব বিষয়ক গবেষণায় দেখা গেছে, তামাক ব্যবহারকারী পরিবারগুলোকে তামাকমুক্ত পরিবারের তুলনায় শিক্ষা, বস্ত্র, বাসস্থান, জ্বালানি ও যাতায়াতের চেয়ে চিকিৎসায় অনেক বেশি ব্যয় হয়। এছাড়া তামাকের ব্যবহার স্বাস্থ্য ব্যয় বৃদ্ধি, আয় ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং একই সঙ্গে পুষ্টি ও শিক্ষার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যয় সীমিত করার মাধ্যমে পরিবারগুলোকে ক্রমে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে ফেলে *(টোব্যাকো অ্যান্ড পোভার্টি, টোব্যাকো ইকোনমিকস পলিসি ব্রিফ, ২০১৮)*।

বাংলাদেশে ১৩-১৫ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার ৯ দশমিক ২ শতাংশ (গ্লোবাল স্কুলবেইজড স্টুডেন্ট হেলথ সার্ভে, ডব্লিউএইচও, ২০১৪), যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ ২৬ হাজার মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করে। ২০১৯ সালে প্রকাশিত 'ইকোনমিক কস্ট অব টোব্যাকো ইউজ ইন বাংলাদেশ: আ হেলথ কস্ট অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, যা একই সময়ে (২০১৭-১৮) তামাক খাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের (২২,৮১০ কোটি টাকা) চেয়ে অনেক বেশি।

কেবল করোনা সংক্রমণে নয়, তামাকের ব্যবহার নানাভাবে আমাদের স্বাস্থ্য খাত ও অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। কাজেই তামাকের সব ধরনের ক্ষতি থেকে সুরক্ষা পেতে সরকার অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির এই পরীক্ষিত হাতিয়ার, অর্থাৎ তামাকপণ্যে বর্ধিত হারে কর ও দাম বাড়িয়ে স্বল্পমেয়াদে ব্যাপক পরিমাণে রাজস্ব আয় অর্জন করতে পারে। তামাকপণ্যের দাম বাড়লে এর ব্যবহার কমবে এবং তামাক ব্যবহারজনিত স্বাস্থ্যব্যয়ও হ্রাস পাবে। এতে স্বাস্থ্য খাত ও অর্থ খাত উভয়ই সুরক্ষা পাবে।

লেখক: **এ বি এম জুবায়ের**, নির্বাহী পরিচালক, প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান), ইমেইল: basharzubair@hotmail.com

# তামাকের রাজস্ব মিথ ও কোম্পানীর কূটকৌশল

সুশান্ত সিনহা

পৃথিবীর উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল কম বেশি সব দেশে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সিগারেটসহ তামাক পণ্য নিয়ন্ত্রণে কাজ চলমান রয়েছে। এরমধ্যে প্রতিবেশী ভারত-নেপালসহ অনেকগুলো দেশ সিগারেটের প্যাকেটের উপরের অংশের বেশিরভাগটা জুড়ে ছবিযুক্ত স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর ব্যবহার, ই-সিগারেট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। সঠিক পদ্ধতিতে কর আরোপ করলে সিগারেটের দাম যেমন বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের রাজস্ব বাড়ে- তেমনি অন্যান্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির তুলনায় সিগারেটের দামটা বেড়ে যাওয়ায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে ধূমপায়ীর সংখ্যা।

হাইপোথিসিস নয়, কর বাড়িয়ে সিগারেটের মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে ধূমপায়ীর হার কমানোর বিষয়টি বাস্তবে করে দেখিয়েছে ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ আরও অনেক দেশ। বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ সিগারেটের বাজার বাংলাদেশ কি করছে? জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সিগারেটসহ তামাক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করতে কী কর বাড়ছে যথাযথভাবে? কর বৃদ্ধির কথা এলেইতো সিগারেট কোম্পানী নানা কৌশলে প্রচার চালিয়ে থাকে বাংলাদেশে একক খাত হিসেবে সবচেয়ে বেশী রাজস্বের যোগানদাতা তামাকখাত! অন্য দেশের তুলনায় এখানে সিগারেটের ওপর করহারও অনেক বেশি, লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করছে বিড়ি-সিগারেট-জর্দা-গুল কোম্পানীগুলো, তামাক চাষের মাধ্যমে লাখ লাখ কৃষক পরিবার বেঁচে আছে ইত্যাদি।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে এবং প্রলোভন দেখিয়ে ভারতবর্ষের অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাদের পক্ষে টেনেছিল, ব্রিটিশ বেনিয়াদের সুরে তাল মিলিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে বেড়াতেন আড়াই'শ বছর আগে। একুশ শতকে বাংলাদেশেও তেমনি বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানীগুলো প্রচার প্রচারণায় বিভ্রান্ত করছে দেশের নীতিনির্ধারকসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের। দেশীয় বিড়ি-সিগারেট-জর্দা-গুল কোম্পানীগুলোও সমান তালে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালাচ্ছে বছরের পর বছর। তামাকের বাজার দ্রুত সম্প্রসারণ ও আকণ্ঠ মুনাফা অর্জনে অত্যন্ত সফলভাবে তৈরী করেছে বেশ কিছু মিথ! এই মিথগুলোর মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কতিপয় সংসদসহ অর্থ-শিল্প-কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা। তাদের মাধ্যমেই কোম্পানী সৃষ্ট মিথগুলোই পৌঁছে যাচ্ছে নীতিনির্ধারকদের কাছে। সঠিক তথ্য উপাত্ত না পাওয়ায় যথাযথভাবে কর বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না সিগারেটসহ সকল তামাকজাত পণ্যে। বরং কোম্পানীর প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়নে করা হচ্ছে জটিল কর কাঠামো! এবারের ২০২০-২১ অর্থবছরের করোনাকালীন বাজেটেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। আর কোম্পানী সৃষ্ট ও প্রচারিত মিথগুলোই বাংলাদেশে তামাকজাত পণ্যে কার্যকরভাবে কর বৃদ্ধি তথা জনস্বাস্থ্য রক্ষার আন্দোলনের বড় মনস্তাত্ত্বিক বাধা। এজন্য মিথগুলো ভাঙ্গা অত্যন্ত জরুরী।

**রাজস্ব মিথ:** সিগারেটসহ তামাক পণ্যের ওপর যথাযথভাবে কর বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় 'রাজস্ব মিথ'! একক খাত হিসেবে সিগারেট থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আসে বলে তামাক কোম্পানীগুলো নমো: নমো: ভাব দেখায়। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সিগারেট থেকে রাজস্ব আসে তা কী কোম্পানী দেয়? নাকি জনগণ দেয়? সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসুন দেখি কীভাবে জনগণের দেয়া রাজস্বের নিজেদের নামে চালিয়ে বাহবা নিচ্ছে সিগারেট কোম্পানী। এককভাবে দেশের সিগারেটের বাজারের ৬৪ ভাগ নিয়ন্ত্রণ বহুজাতিক কোম্পানী বিএটি'র হাতে। আর ২০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে আরেক বহুজাতিক কোম্পানী জাপান টোব্যাকো। এককভাবে দেশের সিগারেটের বাজারের ৬৪ ভাগ নিয়ন্ত্রণ বহুজাতিক কোম্পানী বিএটি'র হাতে। আর ২০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে আরেক বহুজাতিক কোম্পানী জাপান টোব্যাকো। বাকী ১৬ ভাগ দেশীয় অন্যান্য কোম্পানীর হাতে রয়েছে। যেহেতু সিংহভাগ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তাই বিএটি'র রাজস্ব মিথ আলোচনা জরুরী। ২০১৯ সালে সিগারেট থেকে সরকার রাজস্ব পেয়েছিল ২৭ হাজার ৬২০ কোটি টাকা। এরমধ্যে ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ-বিএটিবি'র থেকে এসেছে ২২ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা। আর ২২ হাজার

**(c) Comparative analysis of financial performance and operational performance**

| Financial Results (BDT cr.) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Turnover | 26,985 | 23,312 | 20,414 | 16,563 | 14,371 |
| Supplementary duty, VAT, HDSC | (21,303) | (17,848) | (15,218) | (12,188) | (10,382) |
| Net Turnover | 5,682 | 5,464 | 5,196 | 4,375 | 3,990 |
| Cost of Goods Sold) | (2,997) | (2,710) | (2,718) | (2,389) | (2,121) |
| Gross Profit | 2,685 | 2,754 | 2,478 | 1,986 | 1,868 |
| Financial Cost and Other Exp | (808) | (672) | (698) | (594) | (548) |
| Operating Profit | 1,877 | 2,082 | 1,780 | 1,393 | 1,320 |
| Profit before Tax | 1,740 | 1,931 | 1,676 | 1,317 | 1,246 |
| Tax | (816) | (930) | (893) | (559) | (659) |
| Profit after Tax | 925 | 1,001 | 783 | 758 | 587 |

কোটি টাকার রাজস্ব দেয়ার কথা বলে এনবিআরের কাছে বিএটি পছন্দমাফিক 'লাভজনক কর কাঠামো' আদায় করে নিচ্ছে। ২০১৯ সালের বিএটি'র আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২২ হাজার ৬৩০ কোটি টাকার রাজস্বের মধ্যে মধ্যে সম্পুরক শুল্ক, ভ্যাট, স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জের (SD+VAT+HDSC) থেকে এসেছে ২১ হাজার ৩০৩ কোটি টাকা। আর কাস্টমস ডিউটি (CD) থেকে এসেছে ৩৪০ কোটি টাকা। সবমিলিয়ে SD+VAT+HDSC+CD থেকে রাজস্ব ২১ হাজার ৬৪৩ টাকা। এখানে ২২ হাজার ৬৩০ কোটি টাকার মধ্যে ২১ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকাই বা প্রায় ৯৬ শতাংশই দিয়েছে ভোক্তারা অর্থাৎ- জনগণ! আর বিদেশে রয়্যালিটিসহ সব ধরনের খরচের পরকোম্পানীর আয় থেকে বিএটি আয়কর দিয়েছ মাত্র ৮১৬ কোটি টাকা! যা তাদের মোট আয়ের ৪ শতাংশের কম।

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বিএটিবি'র আয়কর ও মুনাফার চিত্র:

| সাল | মুনাফা | আয়কর |
|---|---|---|
| ২০১৯ | ৯২৫ | ৮১৬ |
| ২০১৮ | ১০০১ | ৯৩০ |
| ২০১৭ | ৭৮৩ | ৮৯৩ |

সূত্র: BAT'র ২০১৯ সালের আর্থিক প্রতিবেদন

তাহলে সিগারেটের রাজস্বের প্রায় ৯৬ শতাংশ দেয় জনগণ আর কোম্পানী দেয় মাত্র ৪ শতাংশ! অথচ জনগণের দেয়া রাজস্ব কালেক্টর হিসেবে এনবিআরে জমা দিয়ে সবোর্চ্চ রাজস্ব দেয়ার ক্রেডিট এবং পুরস্কার পাওয়ার কথা কী বিএটি'র? এখানেই শেষ নয়, ২০১৯ সালে কর ও বছর বছর মেশিন কেনা, গ্রুপ কোম্পানীকে রয়্যালিটি বাবদ টাকা পাঠানোসহ সবধরনের খরচ শেষে কোম্পানীর লাভ ৯২৫ কোটি টাকা। আয়কর দিয়েছে ৮১৬ কোটি টাকা! তুলনা করলে দেখা যাবে কোম্পানীর লাভ বাড়ছে কিন্তু, ইনকাম ট্যাক্স আর আয়কর তেমন বাড়ছে না। সবোর্চ্চ রাজস্ব দেয়ার ক্রেডিটে কী লুকিয়েছে শুভংকরের ফাঁকি? প্রবন্ধটি বিস্তারিত পড়ুন:

লেখক: **সুশান্ত সিনহা**, তামাক নিয়ন্ত্রণ গবেষক ও বিশেষ প্রতিনিধি, যমুনা টেলিভিশন। ইমেইল sinhasmp@yahoo.com

# মুজিববর্ষে ভবিষ্যত প্রজন্মকে বাঁচাতে সকল প্রকার তামাকের কর বৃদ্ধি জরুরি

এস এম নাজের হোসাইন

'এমনিতেই বড় আঁধার এখানে/এমনিতেই বড় ধুঁকে ধুঁকে বাঁচি/ধোঁয়ায় ভিষণ চোখ জ্বালা করে/ফুসফুসে বিষ ঢেলোনা।' কথাগুলো ফারজানা ওয়াহিদ সায়ানের 'নিকোটিন' গানের। পৃথিবীর কম ধূমপায়ী দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ঘানা, ইথিওপিয়া, নাইজেরিয়া, ইরিত্রিয়া এবং পানামা। এসব দেশে ধূমপান ও তামাকপণ্য ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার কারণগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধূমপান ও তামাকপণ্য রোধে এইসব দেশের সরকারের কঠোর ও কার্যকর ভূমিকা পালন। উচ্চহারে কর আরোপ যার অন্যতম কারণ। এসব দেশে যারা ধূমপান করে তাদের অত্যন্ত উচ্চদাম দিয়ে সিগারেট কিংবা তামাকপণ্য সংগ্রহ করতে হয়। ধূমপানে আসক্তি তৈরির আগেই উচ্চদামের কারণে অধিকাংশ মানুষই ধূমপানে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। মানুষের অনাগ্রহের কারণে তামাকজাত কোম্পানিগুলো গুটিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে নিজেদের ব্যবসা। ফ্রান্সও ধূমপান রোধে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করছে। এখানেও লক্ষ্য করলে দেখা যায় তামাকপণ্যে উচ্চহারে কর বৃদ্ধি ও তার যথাযথ প্রয়োগ অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। জনসংখ্যাহারে সবচেয়ে বেশি ধূমপায়ী দেশগুলো হলো কিরিবাতি, মন্টেনিগ্রো, গ্রিস, পূর্ব তৈমুর ও রাশিয়া। ধূমপান রোধে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর সাথে এসব দেশের পার্থক্য খুঁজলে দেখা যায়, এসব দেশে সিগারেট অত্যন্ত সহজলভ্য এবং খুব কম দামেও পাওয়া যায়। যার ফলস্বরূপ জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ দ্রুত এসব মরণব্যাধি ধূমপানে আসক্ত হচ্ছে। এতক্ষণ বিভিন্ন দেশের ধূমপান রোধে সফল ও ব্যর্থ দেশগুলোর কথা বলা হয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছি আমাা দেশের নাম কোন দেশগুলোর পাশে বসবে?

হ্যাঁ আপনার অনুমান সঠিক, সবচেয়ে বেশি ধূমপায়ী দেশগুলোর আশপাশে আছে আমাদের দেশ। বাংলাদেশে প্রতিবছর তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হচ্ছে প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষের। গ্লোবাল এ্যাডাল্ট টোবাকো সার্ভে (গ্যাট্স) এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। এদের মধ্যে ধূমপায়ী ১৮ শতাংশ (১ কোটি ৯২ লক্ষ) এবং ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী ২০.৬ শতাংশ (২ কোটি ২০ লক্ষ)। শহরের জনগোষ্ঠির (২৯.৯%) তুলনায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠির (৩৭.১%) মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার অনেক বেশি। এসব পরিসংখ্যানের পেছনের বাস্তবতা হলো সিগারেট ও তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা ও কম দাম। ৩৫/৪০ টাকা দিয়ে দেখা যায় একপ্যাকেট সিগারেট পাওয়া যাচ্ছে। বেনসন সিগারেট উন্নত বিশ্বে সংগ্রহ করতে যেখানে খরচ করতে হয় ১৪/১৫ ডলার সেখানে আমাদের দেশে সেটি পাওয়া যায় ২৩৫/২৪০ টাকায়। যা ডলারে ২.৫০ হয়। কম দাম আর সহজলভ্যতা লাগামহীনভাবে গ্রাস করছে তারুণ্যের জীবনীশক্তি। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে এই মরণঘাতী।

গবেষণায় দেখা গেছে, করারোপের ফলে তামাকের প্রকৃতমূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে তামাকের ব্যবহার ৫ শতাংশ হ্রাস পাবে। অবশ্য শুধু করারোপ করাটাই একমাত্র সমাধান নয়। প্রতিবছরই দেখা যায় তামাকপণ্যের উপর করারোপ করা হয়ে থাকে কিন্তু এতে শুভংকরের ফাঁকি আছে। যেটুকু করারোপ করা হয়ে থাকে তা কোনভাবেই তামাকপণ্যে নিরুৎসাহিত হবার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ প্রতিবছর যেটুকু করারোপ করা হয়ে থাকে এবং করারোপের কারণে কোম্পানি যে দাম নির্ধারণ করে তা সাধারণ মানুষের জন্য সহনশীল মাত্রায় থাকে। প্রতি দুয়েকবছর পর সিগারেটের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে দেখা যায় মানুষের আয়ও বৃদ্ধি পায়। যার কারণে অল্পহারে দামবৃদ্ধি পেলেও তা সাধারণ মানুষের তামাক আসক্তিতে কোন প্রভাব রাখেনা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ সালের তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় (নমিন্যাল) বেড়েছে ২৫.৪ শতাংশ।

অথচ এসময়ে বেশিরভাগ তামাকপণ্যের দাম হয় অপরিবর্তিত থেকেছে অথবা সামান্য পরিমাণে বেড়েছে। লক্ষ্যনীয় যে, একাধিক মূল্যস্তর থাকার কারণে উচ্চস্তরের সিগারেট নিম্নস্তরের সিগারেট দেখিয়ে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা। এর ফলে যেমন জনসংখ্যার বিশাল অংশ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে তেমনি সরকারও বঞ্চিত হচ্ছে বিশাল অংকের রাজস্ব থেকে। 'ইকোনমিক কস্ট অব টোব্যাকো ইউজ ইন বাংলাদেশ: এ হেলথ কস্ট অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। একই সময়ে তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয় ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের চেয়ে তামাক ব্যবহারে অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা বেশি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৬ সালের তথ্যমতে, পৃথিবীতে যেসব দেশে সিগারেটের মূল্য অত্যন্ত কম তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ। তাই ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে আমাদের প্রত্যাশা, তাই তামাকপণ্যে কার্যকর ও বর্ধিত হারে করারোপ অত্যন্ত করা হোক। নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো যদি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, তবে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রায় ৩.২ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী (১.৩ মিলিয়ন সিগারেট ধূমপায়ী এবং ১.৯ মিলিয়ন বিড়ি ধূমপায়ী) ধূমপান ছাড়তে উৎসাহিত হবে; সিগারেটের ব্যবহার ১৪% থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় ১২.৫% এবং বিড়ির ব্যবহার ৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ৩.৪% হবে; দীর্ঘমেয়াদে ১মিলিয়ন বর্তমান ধূমপায়ীর অকালমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে এবং ৬ হাজার ৬৮০ কোটি থেকে ১১ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার মধ্যে (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ পর্যন্ত) অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে।

**সুপারিশসমূহ:** সিগারেটের মূল্যস্তর ৪টি থেকে কমিয়ে ২টিতে (নিম্ন এবং উচ্চ) আনা। অর্থাৎ নিম্ন ও মধ্যম স্তরকে একত্রিত করে একটি মূল্যস্তর (নিম্নস্তর) এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরকে একত্রিত করে আরেকটি মূল্যস্তরে (প্রিমিয়াম স্তর) নিয়ে আসা; নিম্নস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের খুচরা মূল্য নূন্যতম ৬৫ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা; প্রিমিয়াম স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য নূন্যতম ১২৫ টাকা নির্ধারণ করে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ। বিড়ির ফিল্টার এবং নন-ফিল্টার মূল্য বিভাজন তুলে দেওয়া। অর্থাৎ ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৪০ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৬.৮৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৩২ টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৫.৪৮ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এবং একটি সহজ এবং কার্যকর তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করা, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে; সকল প্রকার ই-সিগারেট এবং হিটেড (আইকিউওএস) তামাকপণ্যের উৎপাদন, আমদানি এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা; কঠোর লাইসেন্সিং এবং ট্রেসিং ব্যবস্থাসহ তামাক কর বাস্তবায়নে প্রশাসনকে শক্তিশালী করা, কর ফাঁকির জন্য শাস্তিমূলক জরিমানার ব্যবস্থা করা। সারাবিশ্বের কাছে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। প্রবন্ধটি বিস্তারিত পড়ুন;

লেখক: **এস এম নাজের হোসাইন**, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। ইমেইল: cabbd.nazer@gmail.com

# তামাক কোম্পানীর লাভের বাজেট ও গোল্লায় যাওয়া জনস্বাস্থ্য

হামিদুল ইসলাম হিল্লোল

গত ১১ জুন জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বাজেট ঘোষণা করেছেন প্রতি বছরের মত এবারো বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপের প্রস্তাব করেছেন মাননীয় মন্ত্রী। এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হিসাবে 'তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানো এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি' বলে তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। কিন্ প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও এর ওপর করারোপ পর্যালোচনা করলে অতি সহজেই অনুমান করা যায়, প্রস্তাবিত এই মূল্য ও কর দিয়ে এই এই লক্ষের একটিও অর্জন সমম্ভব নয়। বরং এই প্রস্তাবের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী আরো একটি 'তামাক কোম্পানীর লাভের বাজেট প্রস্তাব' করেছেন।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুসারে, বিশ্বের যেসব দেশে তামাকজাত দ্রব্য সস্তা, বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম। প্রতিবছর বাজেটে এসব দ্রব্যের দাম বাড়ানো হলেও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই বৃদ্ধি তামাক নিয়ন্ত্রণে তেমন কোনো অবদান রাখছে না বরং সেটা তামাক কোম্পানিকে আরো লাভবান করেছে। জটিল ও স্তর বিশিষ্ট কর কাঠামো এবং ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থার কারণে এটি ঘটছে।

**বর্তমান পদ্ধতিতে তামাকের দাম বৃদ্ধি ও করারোপে তামাক কোম্পানির লাভ:** বর্তমান পদ্ধতিতে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির লাভের অংশ তামাক কোম্পানির ঘরে ওঠে। যেমন, বিগত বাজেটে প্রিমিয়াম স্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের দাম ১০৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২৩টাকা করা হয় এবং সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত (৬৫%) রাখা হয়। ফলে বর্ধিত ১৮ টাকার ৬৫% সম্পুরক শুল্ক, ১৫% ভ্যাট ও ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ হিসাবে (মোট ৮৬%) সরকার পেলেও তামাক কোম্পানি এর ১৪% অতিরিক্ত মুনাফা হিসাবে পেয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় একটি বিদেশী তামাক কোম্পানির নিজস্ব তথ্যে দেখা যায় ২০১৮ সালে তাদের উৎপাদন ৩ শতাংশ কমে গেলেও তাদের নিট মুনাফা বেড়েছে ২৮ শতাংশ। যা অন্য পণ্য উৎপাদনকারী কোন কোম্পানির পক্ষে সম্ভবপর নয়। এবারও প্রিমিয়াম স্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের দাম ১২৩ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২৮ টাকা নির্ধারণ করে ৬৫% সম্পুরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখা হয়েছ। এবারও তা একইভাবে তামাক কোম্পানীকে লাভবান করবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে তামাকপণ্যের ওপর মূল্যের শতাংশ হারে (ad-valorem) সম্পূরক শুল্ক ধার্য্য করার ফলে তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানি এভাবে লাভবান হচ্ছে। দেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের কোন নীতিমালা নেই। সার্বিক সুরাহার জন্য **'জাতীয় তামাক কর নীতি'** গ্রহণ আবশ্যক।

**তামাকজাত দ্রব্যের করারোপের প্রস্তাব যেমন হতে পারতো:** প্রতি বছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ ও তামাক-অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপের জন্য একটি সুপারিশ তৈরী করেন। আধুনকি অর্থনৈতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে এই সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। এই সুপারিশ প্রণয়নে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সার্বিক জনস্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পায়। এ বছরও একইভাবে তেমন একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। তামাক বিরোধী সংগঠনগুলো নানাভাবে সরকারের কাছে তা প্রেরণও করেছে। তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের 'অ্যড ভ্যালোরেম' পদ্ধতি তামাক কোম্পানীকে লাভবান করে তাই এই প্রস্তাবে অন্যতম সুপারিশ ছিলো 'সকল তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে অ্যড ভ্যালোরেম পদ্ধতিতে সম্পুরক শুল্ক আরোপের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করতে হবে হবে।'

বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে আরো একটি ত্রুটি হলো সিগারেটের বহু মূল্যস্তরবিশিষ্ট করারোপ ব্যবস্থা। বাংলাদেশে সিগারেটকে চারটি মূল্যস্তরে ভাগ করে করারোপ করা হয়। পদ্ধতিটি একই সাথে জটিল এবং ধূমপায়ীদের নিরুৎসাহিত করতে কার্যকর নয় বরং তা ধূমপান জিইয়ে রাখতে এবং তরুণদের ধূমপান শুরু করতে সহায়ক পরিবেশ তৈরী করে দেয়। কারণ, চারটি মূল্য স্তরের কারণে দাম বাড়লেও ধুমপায়ী ব্যবহার না কমিয়ে অপেক্ষাকৃত কমদামের সিগারেট বেছে নিচ্ছে। আবার সহজলভ্য তাই তরুনরা সহজেই ধূমপান শুরু করতে পারছে। তাই এই প্রস্তাবে সিগারেটের মূল্য স্তর চারটি থেকে দু'টি করতে সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির হার যদি নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির হার, মানুষের ক্রয় সামর্থ বৃদ্ধির হার এবং মদ্রাস্ফীতির হারের চাইতে অধিক না হয়, তবে তা তামাক নিয়ন্ত্রণে কোন অবদান রাখতে পারে না। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে সিগারেটের দাম বৃদ্ধির হার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির হারের চেয়ে কম। বাংলাদেশে বিগত ১০ বছরে চাল ও ডিমের দাম বৃদ্ধির সাথে সিগারেটের দাম বৃদ্ধির তুলনা করে দেখা গেছে প্রয়োজনীয় এই দুটি দ্রব্যের চাইতে সিগারেটের দাম বেড়েছে কম।

এসব বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ ও করারোপে সুপারিশ করা হয়েছিলো;

- সিগারেটের মূল্যস্তর ৪টি থেকে কমিয়ে ২টি নির্ধারণ করে নিমস্তরে ১০ শলাকা সিগারটের খুচরা মূল্য ৬৫+ টাকা নির্ধারণ করে ৫০% সম্পূরক শুল্ক এবং ১০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং উচ্চস্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ন্যূনতম ১২৫+ টাকা নির্ধারণ ও ৫০% সম্পূরক শুল্ক এবং ১৯ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।
- ফিল্টার ছাড়া ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৪০টাকা টাকা নির্ধারণ, ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৬.৮৫টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক এবং ফিল্টারসহ ২০ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৩২টাকা টাকা নির্ধারণ, ৪৫% সম্পূরকশুল্ক ও ৫.৪৮টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।
- জর্দা, প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৪০ টাকা টাকা নির্ধারণ করে ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৫.৭১ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২৩ টাকা টাকা নির্ধারণ, ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৩.৪৫ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা।

উপর্যুক্ত হার ও পরিমাণে করারোপের পাশাপাশি সকল তামাকজাত পণ্যে ১৫% ভ্যাট ও ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা।

প্রবন্ধটি বিস্তারিত পড়তে ক্লিক করুন;

লেখক: **হামিদুল হিল্লোল**, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, বিইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়, বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি)

# তামাকের উপর কর কমানোর সুপারিশ লাভবান করে তামাক কোম্পানীকে

সৈয়দা অনন্যা রহমান

২০১৮ সালে তামাক ব্যবহারজনিত রোগে বাংলাদেশে ১,২৬,০০০ জন মারা যায়। বাংলাদেশে প্রায় ৩৫% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করে। সম্প্রতি গবেষনায় প্রমাণিত তামাক ব্যবহারের কারণে ধূমপায়ীদের কোভিড ১৯ এর ঝুঁকি ১৪ গুন বেড়ে যায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, অথচ একইসময়ে (২০১৭-১৮) তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মাত্র ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। একটি বড় তামাক কোম্পানীর ওয়েব সাইটে উল্লেখ রয়েছে, তারা সিগারেট শিল্পর মাধ্যমে দেশের রাজস্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ও প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাজস্ব প্রদান করছে।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজস্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সন্দেহ নেই। তবে রাজস্বটা কোন খাত থেকে আসছে এবং এ পরিমান রাজস্ব দিয়ে তারা রাস্ট্রের কোন কোন সেক্টর কে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তামাক কোম্পানিগুলো নীতি নির্ধারকদের কাছে বারবার তুলে ধরে তারা যেহেতু অনেক টাকা রাজস্ব প্রদান করছে সুতরাং তামাক পণ্যের মূল্য কম থাকা অত্যন্ত জরুরী। না হলে সরকার রাজস্ব হারাবে। বিগত ১০ বছরের দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিবছরই (বাজেট প্রণয়নের সময়কালে মার্চ-জুন মাসে) তামাকজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক প্রত্যাহারের দাবীতে অবস্থান কর্মসূচী, মহাসমাবেশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ এবং মাথায় করে বয়ে এনে স্মারকলিপিসহ নীতি নির্ধারকদের কাছে হস্তান্তরসহ নানা কর্মসূচী পালন করছে। এর উদ্দেশ্য থাকে বাজেট চলাকালীন সময়ে অস্থির একটা অবস্থা তৈরী। যার মাধ্যমে নীতি নির্ধারকদের তামাকের উপর কর বৃদ্ধি দেশের শ্রমিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় এমন ধারনা প্রদানের চেষ্টা করা হয়।

একটা বিষয় মনে রাখা জরুরী স্বাস্থ্য এবং জীবনের চেয়ে অর্থ কোনভাবেই অধিক মূল্যবান নয়। বহু অর্থ ব্যয় করেও একটি জীবন ফিরিয়ে আনা যায় না। যার প্রমাণ আমরা এই কোভিড-১৯ মহামারীর সময়েও পেয়েছি। কোন কল্যাণ রাস্ট্রের জন্য জনস্বাস্থ্যকে হুমকির মুখে ফেলা কাংখিত নয় বলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নেশা বা মাদক ব্যবসা প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন। তামাক নিয়ন্ত্রণেও গ্রহণ করছেন নানা পদক্ষেপ। কিন্তু বিদ্যমান দূর্বল ও বহু স্তর বিশিষ্ট তামাক কর কাঠামো এবং তামাক কোম্পানীগুলোর কৌশলের কারণে তামাকের উপর সঠিভাবে করারোপ সম্ভব হয়নি। যার ফলে দেশে তামাকের ক্ষেত্রে এমন কর কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে যেখানে সরকারের চেয়ে কোম্পানীর লাভ অনেক বেশী।

অর্থনৈতিক উন্নতি ও জনগণের আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে তামাকজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি না পাওয়ায় সবধরনের তামাকজাত পণ্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়ে গেছে। যে কোন পণ্যের উপর কর বৃদ্ধি করা হলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবার এবং সে অনুসারে বাড়তি মূল্যের পুরোটাই রাজস্ব হিসাবে সরকারের কোষাগারে জমা হবার কথা। কিন্তু কর বৃদ্ধি না করে শুধু মূল্য বৃদ্ধি করা হলে বাড়তি মূল্যটুকু কোম্পানী ও সরকারের মধ্যে ভাগাভাগি হয়। বাংলাদেশে তামাকের জটিল কর কাঠামো এবং বছরের পর বছর কর বৃদ্ধি না করে শুধু দাম বাড়ানোতে ফুলে ফেঁপে উঠছে কোম্পানীগুলোর মুনাফা। ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখতে তামাক কোম্পানীগুলো নানাকৌশলে সরকারের দৃষ্টি আর্কষনের চেষ্টা অব্যহত রেখেছে। বিগত সময়ে তামাকের কর বৃদ্ধি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ করতে তামাক কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর অধিকাংশই অসত্য ও বিভ্রান্তিকর।

এবছরও আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেটে বিড়ির উপর বিদ্যমান শুল্ক কমানোর সুপারিশ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ডিও লেটার দিয়েছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শতাধিক সংসদ সদস্য। তামাক কোম্পানীর পক্ষে সংসদ সদস্যদের ডিও লেটার প্রদানের ঘটনাও নতুন কিছু নয়। বিগত দিনেও এধরনের উদাহরণ রয়েছে। ২০১১ সালে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবসের একটি কর্মসূচীতে তৎকালীন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুজিবর রহমান ফকির বলেছিলেন, "সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের অনেকেই সিগারেট কোম্পানিগুলোর জন্য তদবির করছেন। একটি চক্র সুকৌশলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে" (Bhorer Kagoj, ২৯ মে ২০১১)।

জনগনের ভোটে নির্বাচিত যে সকল প্রতিনিধিরা তামাকের মতো ক্ষতিকর দ্রব্যর প্রসারে পত্র প্রদান করছে উনাদের কাছে ভেবে দেখার অনুরোধ করছি, নিত্যপণ্যের দাম কমিয়ে রাখার বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর কমানোর জন্য অথবা করোনার কারণে বাস ভাড়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এসকল জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কি উনারা এমনভাবে চিঠি দিয়েছেন কিনা? তাহলে তামাকের মতো স্বাস্থ্য, পরিবেশ অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর পণ্যের *উপর বিদ্যমানশুল্ক কমানোর সুপারিশ করে* কেন ডিও দিচ্ছেন? শুধু তাই নয় বিগতদিনে শহীদ মিনার, মুক্তাঙ্গণে কুটির শিল্প বিড়িকে করমুক্ত রাখার দাবীতে বিড়ি শ্রমিকদের জাতীয় মহাসমাবেশ করতে দেখা গিয়েছিল।

যাদের বাচাঁনোর দাবী জানিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো নীতি নির্ধারকদের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করে প্রকৃতপক্ষে তারা কি যথাযথ মজুরী, কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জীবনের নিরাপত্তা পাচ্ছে? বিভিন্ন সময়ে বকেয়া বেতনসহ নানা দাবীতে বিড়ি শ্রমিকদের রাজপথে আন্দোলন করতে হয়েছে। ঢাকা, টঙ্গী, যশোর, রংপুর ও রংপুরের হারাগাছা, বাগেরহাটের মোল্লারহাট, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা ও দৌলতপুর, লালমনিরহাটসহ বিভিন্ন এলাকায় *সোনালী টোবাকো, আলফা টোবাকো, ঢাকা টোবাকো, আকিজ বিড়ি* ইত্যাদি কোম্পানিগুলোতে চরম শ্রমিক অসন্তোস, অনেক সময় শ্রমিকদের সঙ্গে মালিকপক্ষের সংঘর্ষের সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। যশোরে *আলফা টোব্যাকো ফ্যাক্টরি*তে মাথায় কাফনের কাপড় বেঁধে শ্রমিকদের আন্দোলন করতে দেখা গেছে।

শ্রমিকরা দাবী করে মালিকরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা করলেও শ্রমিকদের কল্যাণে কিছুই করেনি (আমার দেশ, ১৭ এপ্রিল ২০০৮)। বিড়ি কোম্পানিগুলোতে শ্রমিকদের একটা বড় অংশকে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। নারী শ্রমিকদের নেই মাতৃত্বকালীন কোন ছুটির ব্যবস্থা। সন্তানসম্ভবা নারী শ্রমিকদের কোন কারণ দর্শানো নোটিশ ছাড়াই ছাটাই করা হয়। মাথাপিছু উৎসব বোনাস প্রদান করা হয় মাত্র ১০০ টাকা (সমকাল , ১৫ জুন ২০০৮)। নীলিফামারীতে তামাক কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্য বিধি না মানার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বহু রোগে আক্রান্ত শ্রমিকরা। মালিকদের উদাসীনতার কারণে কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের একটি বড় অংশ যক্ষা, হাঁপানী, শ্বাসকষ্ট, আলসার, বার্জাজসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ঝুকে পড়তে দেখা গেছে। নামমাত্র মূল্যে জীবনের ঝুকিঁ নিয়ে তামাক কারখানাগুলোতে কাজ করছে অনেকেই (দৈনিক সংগ্রাম, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯)।

বিস্তারিত পড়তে ক্লিক করুন;

লেখক: **সৈয়দা অনন্যা রহমান**, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট। ইমেইল: anonna@wbbtust.org

# কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণে তামাকে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ জরুরি

**মো. আবু রায়হান**

করোনা ভাইরাসের ফলে সৃষ্ট কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে বিশ্বব্যাপী যে স্থবিরতা নেমে এসেছে নিঃসন্দেহে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে তার বড় প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয় বরং উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদের বড় বড় উৎপাদন ও কর্মমূখী সেক্টরগুলো দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা, উৎপাদন ব্যহত হওয়া এবং অনেক রপ্তানি অর্ডার বাতিল হওয়ায় দেশীয় অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করছে। বিশেষ করে, রপ্তানি আয় কমে যাওয়ায় এ সমস্যা আরো বাড়তে পারে। ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন সেক্টরের জন্য প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। কিন্তু এসব প্রণোদনা কতটা কাজে লাগবে তা এখনি বলা যায় না।

এরকম এক সংকটময় পরিস্থিতিতে আগামী ২০২০-২১ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করা হয়েছে। অন্যান্য বছরের চাইতে আসন্ন বাজেটে কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ ও দেশের উন্নয়ন গতিশীল রাখাই হবে সরকারের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে সরকার কিছু পণ্যের ওপর কর আরোপ ও কর বৃদ্ধি করে থাকে। 'তামাক' এর মধ্যে অন্যতম। তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদ্ধতিগুলোর মধ্যে মূল্য ও কর বৃদ্ধি অন্যতম। অনেক দেশ উক্ত পদ্ধতিতে তামাক নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে।

প্রতিবছর বাজেট পূর্ববর্তী সরকারের উচ্চমহলেও তামাক কর বাড়াতে আশা জাগানিয়া বক্তব্য শোনা যায়। কিন্তু, চূড়ান্ত বাজেটে তা বরাবরই শুভঙ্করের ফাঁকি। এবারের বাজেটেও তামাক পণ্যের মূল্য বা কর হার আশানুরুপ বাড়েনি। রাজস্ব বাড়ানোর সহায়ক 'সুনির্দিষ্ট কর' আরোপিত হয়নি। সিগারেটের ৪টি স্তরই বহাল রাখা হয়েছে। সিগারেটের বাজারে নিম্নস্তরের একক আধিপত্য যা মোট বাজারের ৭২%। তারপরেও এই স্তরে সম্পূরক শুল্ক মাত্র ২% বাড়িয়ে ৫৭% করার প্রস্তাব এসেছে। হিসেবমতে, নিম্নস্তরের ১০ শলাকার সিগারেট ক্রয়ে অতিরিক্ত মাত্র ২ টাকা ব্যয় করতে হবে ভোক্তাদেরকে। প্রতি শলাকায় যা মাত্র ২০ পয়সা। মধ্যম, উচ্চ ও প্রিমিয়াম ৩টি স্তরেই সম্পূরক শুল্ক একই (৬৫%) রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। উচ্চস্তর ও প্রিমিয়াম স্তরে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৪ ও ৫ টাকা। কর না বাড়িয়ে প্রিমিয়াম স্তরে মুল্যস্তর বাড়ানোতে বরাবরের মতো তামাক কোম্পানিই বেশি লাভবান হবে। কেননা এই মূল্য বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফিতী ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া কোভিড-১৯ এর জন্য তামাক পণ্যে কোন সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হয়নি। এটি বাস্তবায়ন হলে সিগারেট সেবনের হার বাড়বে (বিশেষত তরুণদের মধ্যে)। যা গ্যাটস-২০১৭ এর তথ্যে প্রতীয়মান হয়েছে, ২০০৯ এর পরে ২০১৭ সালের গ্যাটস অনুযায়ী প্রায় ১৫ লাখ সিগারেট সেবনকারীর সংখ্যা বেড়েছে। বলা যায়, ধোঁয়াবিহীন তামাকের মূল্য ও কর বৃদ্ধি কিছুটা সন্তোজনক হলেও বিড়ি ও সিগারেটের কর বৃদ্ধির প্রস্তাবনা অত্যন্ত হতাশাজনক। কোম্পানির মুনাফা বাড়ানোর জন্য এ যেন বরাবরের মতই শুভংকরের ফাঁকি। সিগারেটের বিদ্যমান ৪টি স্তর রেখে জটিল ও স্তরভিত্তিক এই কর কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিবছর বাজেটে তামাকের যে পরিমাণ মূল্য বা কর বাড়ানো হয় এতে করে সরকারের রাজস্ব বোর্ডের চাইতে বেশি লাভবান হয়ে আসছে তামাক কোম্পানিগুলো।

ফলে এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর অন্যতম সস্তামূল্যের তামাক পণ্যের বাজার 'বাংলাদেশ'। কম মূল্যের কারণে দেশে তামাকের ভোক্তাও বেশি। Global Adult Tobacco Survey-2017 এর তথ্যানুসারে, দেশে ৩ কোটি ৭৮ লাখ (৩৫.৩%) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বিভিন্ন উপায়ে তামাক সেবন করে। দেখা যায়, দরিদ্রদের মধ্যে তামাক সেবনের হার বেশি। বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষ ১০টি তামাক সেবনকারী দেশের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই তামাকজনিত রোগ ও মৃত্যুহার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চাইতে বাংলাদেশে অনেক বেশি।

তামাক পণ্যের জটিল স্তরভিত্তিক ও অকার্যকর কর ব্যবস্থা বাংলাদেশসহ বিশ্বের মাত্র ৬টি দেশে প্রচলিত রয়েছে। এ পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায়ে অর্জিত করের একটি অংশ তামাক কোম্পানি পায়। প্রকৃত রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয় সরকার। বিশাল বাজাররের লোভে তামাক কোম্পানিগুলো Foreign Investment এর নামে এদেশে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ 'জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল'।

জটিল স্তরভিত্তিক ও এডভ্যালুরাম পদ্ধতি বিলুপ্ত করে ২ স্তরের কর ব্যবস্থা এবং সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর (Specific Tax) আরোপ করা দরকার। বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি'র তথ্যমতে, সুনির্দিষ্ট কর আরোপের মাধ্যমে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ চলতি অর্থবছরের চেয়ে ৪ হাজার ১০০ কোটি থেকে ৯ হাজার ৮০০ কোটি টাকা পর্যন্ত বেশি রাজস্ব আয় হতে পারে। যার হার বিড়ি ও সিগারেট থেকে প্রাপ্ত বর্তমান রাজস্বের চেয়ে অন্তত ১৪% বেশি। এ অর্থ করোনা ভাইরাসের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি রোধে ব্যয় করা যেতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর গবেষণা গ্রন্থেও তামাকজাত দ্রব্যে সুনির্দিষ্ট করারোপের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি সকল জর্দা, গুল ও বিড়ি কোম্পানিগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় এনে কর ফাঁকি রোধে সরকারের উচিৎ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিড়ি, জর্দা, গুল, সাদাপাতাসহ অন্যান্য তামাক পণ্যের ষ্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং খুচরা তামাক পণ্য বিক্রয় বন্ধ করতে পারলে তা আরো ফলপ্রসু হতে পারে। অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে এ ব্যাপারে সক্রিয় হওয়া হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা না করে আসন্ন বাজেটের প্রস্তাবিত তামাক কর ও মূল্যবৃদ্ধি চূড়ান্তভাবে গৃহিত হলে ৬ লাখ মানুষের অকালমৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে না। বিশাল অঙ্কের (সব মিলিয়ে অন্তত ১১ হাজার কোটি টাকা) রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হবে সরকার। সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি পূন:বিবেচনা করতে পারেন।

এছাড়া কোভিড-১৯ মহামারীর সাথে তামাক সেবনের সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে, ধূমপায়ীদের করোনায় আক্রান্তের ঝুঁকি ১৪ গুণ বেশি! ইতোমধ্যে চীন, ইতালি, ফ্রান্সে COVID-19 সংক্রমণে মৃতদের মধ্যে অধিকাংশই ধূমপায়ী ছিলো বলে গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে। বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে উচ্চমাত্রায় তামাক সেবনের হার বিদ্যমান। এর মধ্যে ১৫ বছর ও তদুর্ধ মানুষের মধ্যে ১ কোটি ৯২ লাখ (১৮%) ধূমপান করে। সুতরাং, চলমান করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে দেশের কয়েক কোটি মানুষকে উচ্চমাত্রার স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষা করা জরুরী। প্রবন্ধটি বিস্তারিত পড়ুন:

লেখক: **মো: আবু রায়হান**, উন্নয়ন কর্মী, arayhan2010@gmail.com

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৪০৯, ০১৫৫২৪৯৩৫১৮, ইমেইল: infobatabd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.bata.net.bd